হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি।

কাছাড়ের শেষ ভূপতি গোবিন্দচন্দ্র

প্রণীত।

(সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় লিখিত।)

গোহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনীসভাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত [illegible] ভূমিকা সমেত।

গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাকর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৮ মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।

কলিকাতা

২৫।২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

সরস্বতী যন্ত্রে

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান

শ্রী বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর (প্রকাশক)

লক্ষ্মীপুর, কাছাড়।

অথবা

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র দে চৌধুরী

নূতন পটি, শিলচর।



হেড়ম্বরাজমন্ত্রিবংশজ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর।

হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি।

ভূমিকা।

আজ দুই বৎসর হইল "আসাম ভ্রমণ" উপলক্ষে কাছাড় রাজগণের অন্যতম রাজধানী মাইবং দেখিতে গিয়াছিলাম। * তথাকার কয়েকটি বিষয়ের তথ্য সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের নিকট অনুসন্ধান করিলে উহারা কাছাড়ের বড়খলানিবাসী রাজমন্ত্রিবংশীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মণিচরণ বর্ম্মা এই দুই জন কাছাড়ী জাতীয় ব্যক্তির নাম করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বেও অল্প পরিচয় ছিল, তাই তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া অপর দুইজনের পরিচয় জানিতে পারি এবং তাঁহাদের নিকটে যে যে ঐতিহাসিক বস্তু আছে তাহার বিবরণ অবগত হই। এই সংস্কৃত-বাঙ্গালা দণ্ডবিধিখানি ঐসকল বস্তুর অন্যতম। ইহা শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় দণ্ডবিধিখানির পঞ্চদশটি পত্র মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাও এত জীর্ণ ও কীটদষ্ট যে অনেকগুলি অক্ষর ও শব্দ পড়িতে পারা যায় নাই; আবার পড়িবার নিমিত্ত নাড়াচাড়া করিবার সময়েও পত্রগুলির অনেক অংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই পত্রগুলির সংখ্যা ৮ হইতে ২২, উভয় পৃষ্ঠা লিখা। আদি অংশ যে পাওয়া যায় নাই পত্র সংখ্যাই তাহার প্রমাণ। পশ্চাদ্‌ভাগও

---

* আসাম ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে মাইবং সম্বন্ধীয় বিবরণী অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

যে অসম্পূর্ণ তাহাও প্রকরণের শেষ সূচক কোনও শব্দ বা চিহ্ন না থাকায় স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

এই গ্রন্থখানি গৌহাটিস্থ বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনা সভায় প্রদর্শিত হইলে ইহা প্রকাশযোগ্য বলিয়া সভার সভ্যগণ স্থির করেন। পুঁথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয়ও প্রকাশার্থ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তৎপর ইহা মুদ্রণার্থ প্রেসে প্রেরিত হইলে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয় হইতে হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি বিষয়ক আর একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উল্লেখ-সৌকর্য্যার্থে বিপিন বাবুর গ্রন্থের নাম ক-পুঁথি এবং নন্দলাল বাবুর গ্রন্থের নাম খ পুঁথি প্রদত্ত হইল। খ-পুঁথিখানিও খণ্ডিত; মাত্র ১১ খানি পাতা, ১৬ হইতে ২৬। তবে পাতাগুলি বড়; প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩০টি করিয়া ছত্র, প্রতি ছত্রে অক্ষর সংখ্যা গড়ে ২৭। ইহারও আদি এবং অন্ত নাই। কিন্তু ইহার প্রাপ্ত অংশ সমগ্রই বঙ্গানুবাদ; সংস্কৃতাংশ ছিল বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয় *; তাহা পূর্ব্বতন পঞ্চদশ পত্র সহ বিলুপ্ত হইয়াছে।

ক-পুঁথি দণ্ডবিধিখানি কাছাড় রাজ্যের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৭৩৯ শকের ১লা বৈশাখ তারিখে (অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে) জারি হইয়াছিল। অতএব ইহার ভাষা

* কারণ ক-পুঁথির ৮ হইতে ২২ পাতায় বঙ্গানুবাদ যাহা দেখা যায় তাহা খ-পুঁথির উনবিংশ পত্রের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিংশ পত্রের শেষ ভাগে অবসিত হইয়াছে; ইহাতে ক পুঁথির প্রথম সাত পত্রের বঙ্গাংশ খ-পুঁথির বড় জোর ৪ পাতা অধিকার করিতে পারে; তন্মধ্যে তিনটি পাতা আছে, ১৬ হইতে ১৮; অতএব বঙ্গানুবাদ ১৫ সংখ্যক পত্রে আরব্ধ হইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্বে ১৪ পাতা পর্য্যন্ত সংস্কৃতাংশ ছিল ইহাই সঙ্গত অনুমান। অপিচ প্রায় প্রত্যেক প্রকরণের প্রারম্ভে ও অবসানে "ভাষা" শব্দটী দেখা যায়। যথা "অথ বাক্ পারুষ্য সংক্ষেপ-ভাষা"; "ইতি শস্ত্ররক্ষা সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং"); ইহাতে বঙ্গাংশ যে অনুবাদ তাহাতে সংশয় থাকিতেছে না।

তৃতীয়াংশ হরণপ্রণগ্নি

...

দ্বিতীয়াংশ হরণ করি
২২৲০ বাইস কাহন কড়ি
দিতে হয়

এবঞ্চ চোরিত দ্রব্যমষ্টধা
বিভজ্যাষ্টমাংশঃ
নবধা বিভজ্য নবমাংশ
ইত্যাদি ক্রমেণ বোধ্যঃ

চোরিত দ্রব্যকে অষ্ট ভাগ করিয়া
প্রতিভাগেতে যাহা হয় সেই এক ভা
গকে পুনশ্চ নবমাংশ ও দশ
মাংশ ইত্যাদি ক্রমেণ দণ্ড
করিতে হয়

নানা ঔষধ প্রভৃতি ঔষধ দ্রব্য সুবর্ণ করি বিক্রয় করিলে এবং কু
কুরাদির মাংস হরিণাদির মাংস করি বিক্রয় করিলে এবং অল্প
মূল্য দ্রব্য যদি বহুতর করি ... মূল্যে বিক্রয় করে যাহা হওয়
...

ঔষধাদি যো
...
...
...

সুবর্ণ ... ঔষধাদি কোন ... সুব
র্ণের সমান ...
... এবং কুকুরাদি
মাংস ... হরিণাদির মাং
সের ন্যায় প্রকাশ করিয়া ...
... যে ব্যক্তি
... নাসাচ্ছেদ ও হস্তচ্ছেদ ও
দন্ত শূন্য করিয়া ... বাজারে
... হয়

ক-পুঁথি দণ্ডবিধির একপৃষ্ঠা।

খ-পুঁথি দণ্ডবিধির একটি পত্র

প্রায় শত বৎসরের প্রাচীন। এই নিমিত্ত ইহার মুদ্রাঙ্কন কালে বঙ্গভাষার কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত বা পরিশোধিত হয় নাই। সংস্কৃতাংশে মধ্যে মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি দুই একটি যথামতি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেননা সংস্কৃত লিপির শুদ্ধ্যশুদ্ধির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

গ্রন্থখানি ছিন্ন গলিত ও কীটদষ্ট হওয়াতে মধ্যে মধ্যে অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে: যেগুলি আনুমানিক বসাইয়া দিতে পারিয়াছি তাহা বন্ধনী [ ] মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা পারি নাই তাহা তারকাচিহ্ন (*) দ্বারা সূচিত হইয়াছে; এবং যে শব্দ বা বাক্য লেখকের প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল তাহা বেষ্টনী ( ) মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

খ পুঁথিখানিও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল, মুদ্রাঙ্কনে ক-পুঁথির রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ক-পুঁথিখানি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে লিখিত হইয়াছিল। তদানীন্তন লিপিভঙ্গী কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এতৎ সহ ক-পুঁথিখানির ত্রয়োদশ পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চিত্র প্রদত্ত হইল। এবং তৎ সঙ্গে অক্ষরাদির তুলনা নিমিত্তে খ-পুঁথির একবিংশ পত্রের চিত্রও দেওয়া গেল। খ-পুঁথিখানি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে ইহার ভাষা ও লিপিভঙ্গী উভয়ই ক-পুঁথিখানি হইতে কতকটা ভিন্নরূপ। উহা যে প্রাচীনতর তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ক-পুঁথিখানিতে যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, খ-পুঁথিখানিতে তাহা নাই; বাঙ্গালা অংশ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত রহিয়াছে। অথচ গোবিন্দ চন্দ্র যখন শেষ রাজা ছিলেন, তখন খ-পুঁথিখানি অবশ্যই তদীয় পূর্ব্ববর্তী

কোন ও নৃপতির সময়ের বলিয়াই ধরিতে হইবে। গোবিন্দ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তদীয় দণ্ডবিধি প্রচারিত করেন। ১৮১৭ অব্দের পূর্ব্বে তিনি আর একখানি দণ্ডবিধি অন্য আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইহা কল্পনা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

খ-পুঁথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা বলেন যে এইখানি তাম্রধ্বজ নৃপতির সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। তাম্রধ্বজ নৃপতি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন বলিয়া আসামের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট সাহেব লিখিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা আমাদিগকে যে নারদীরসামৃত নামক নারদীয় পুরাণের একখানি পদ্যানুবাদ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন, তাহার শেষভাগে আছে ঃ—

"হরিধ্বনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।
ষোল শত বাইশ শাকেতে যে হৈল লিখন॥
তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিলা মহাভাগ।
সর্ব্বলোকে সদা যারে করে অনুরাগ॥
তান পুত্র রাজা শূরদর্প মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয়॥
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে।
শ্রীনারদীরসামৃত রচিলা পয়ারে॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে ১৬২২ শাকে অর্থাৎ ১৭০০ খৃষ্টাব্দেই তাম্রধ্বজ রাজা নামশেষ অবস্থায় পরিণত এবং তৎপুত্র শূরদর্প সিংহাসনে কিয়ৎকাল যাবৎ আধষ্ঠিত।*

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব এই "নারদীপুরাণের" সংবাদ জানিতেন, অথচ ইহার প্রণয়ন তারিখটা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি

যাহাহউক ইহাতে মাত্র ১০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ দেখা যাইতেছে। খ-পুঁথিখানি তাম্রধ্বজের সময়ের হইলে কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসরের প্রাচীন এবং গোবিন্দ চন্দ্রের সময়ের শতাব্দী কালেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

গোবিন্দচন্দ্র যে আইন জারি করিয়াছিলেন তাহার প্রতি প্রকরণে একটি ভূমিকা (preamble) দেখা যায়; তাহাতে আছে যে "বিবাদদর্পণ" নামক গ্রন্থানুসারে তদীয় আইন প্রণীত হইয়াছিল। "বিবাদদর্পণ" নামক কোনও সংস্কৃত নিবন্ধ আছে কি না জানিনা; দুই এক স্থলে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার তথ্য জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় এই "বিবাদদর্পণ" গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কাছাড়ের আইনেরই নাম। এমনও হইতে পারে যে, খ-পুঁথি-খানি যে গ্রন্থের একাংশ, তাহারই নাম "বিবাদদর্পণ" ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় খ-পুঁথিখানির অগ্রভাগ ও শেষভাগ উভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে, নচেৎ ইহার নাম জানা যাইত। আরও পরিতাপের বিষয় যে, ক-পুঁথিখানিরও নাম, গ্রন্থের অগ্রপশ্চাৎ উভয় ভাগই না থাকায়, জানা যাইতেছে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের আইনের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। কাছাড় রাজ্য তখন স্বাধীন হইলেও সমীপবর্ত্তী শ্রীহট্ট জেলা ইংরাজের অধীন ছিল; সেই শ্রীহট্ট জেলার পণ্ডিতেরাই কাছাড়ে দণ্ডবিধি প্রভৃতির প্রণয়নে সহায়তা করিয়ছিলেন। তাই গোবিন্দচন্দ্রের আইন খানিতে, বোধ হয় ইংরেজের অনুকরণেই, দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী

আহোমদের বুরঞ্জী (ইতিহাস) অবলম্বনে তাঁহার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; তদনু-সারেই বোধ হয় তাম্রধ্বজের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

আইনে (খ-পুঁথিতে) ছিল না ; এক. প্রতি প্রকরণের পূর্ব্বে একটি ভূমিকা (preamble) ; অপর. সংস্কৃতের পার্শ্বেই বঙ্গানুবাদ, যেমন ইংরেজির পার্শ্বে বাঙ্গালা।

হেড়ম্বরাজ্যের এই দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধ এবং তাহার দণ্ডবিধান আলোচনা করিয়া সেই রাজ্যের তখনকার সামাজিক অবস্থা কি ছিল তাহার অনেকটা ধারণা জন্মিবার কথা ; এবং প্রধানতঃ তদর্থেই এই পুঁথিখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। কিন্তু এই দণ্ডবিধির উপর ঈদৃশ একটা ঐতিহাসিক মূল্য আরোপ করিবার সময়ে এইটুকুও প্রণিধানকরিতে হইবে যে এই সকল বিধি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং সেই সকল গ্রন্থে যে যে অপরাধ ও দণ্ডের উল্লেখ আছে তত্তাবৎ প্রায়শঃ অবিকৃত ভাবে এই আইনেরও অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের এক অনত্যালোকিত প্রান্তভাগবর্ত্তী এই ক্ষুদ্ররাজ্যটিকে ব্যবস্থাপক পাণ্ডিতবর্গ যে আদর্শহিন্দুরাজ্যের আইনকানুনের উপযোগী মনে করিয়াছিলেন. ইহাও একটা দেখিবার বিষয়। বিশেষতঃ একটি হিন্দু স্বাধীন রাজ্য প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত হইলে ইহার দণ্ডবিধি কীদৃশ হইত, তাহার নমুনাও এতদ্দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, এক খানি সমগ্র দণ্ডবিধি পাওয়া গেল না।

এই দণ্ডবিধিতে বিবাদদর্পণ ব্যতীত অপর দুই খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। মুদ্রিত গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠে শুদ্ধিচিন্তামণির এবং ২৩ পৃষ্ঠে বিবাদনির্ণয়ের মত উদাহৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ যে স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গিয়া কাছাড় রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীহট্টের সেই ব্রাহ্মণবহুল পঞ্চখণ্ড পরগণার খাসা গ্রাম নিবাসী প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তিনি লিখেন, "শুদ্ধি

চিন্তামণি পুস্তক আমাদের স্থানে আছে কিন্তু এই পুস্তকে অশৌচ ও তৈজসাদি শুদ্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীলোকের অঙ্গ-চ্ছেদ নিষেধ সম্বন্ধে আমদের এই পুস্তকে কিছুই লিখানাই। এই গ্রন্থ বাচস্পতি মিশ্রের কৃত। বিবাদনির্ণয় নামক গ্রন্থ গোপাল পঞ্চাননের* কৃত। এই পুস্তকের কয়েকটি পাতা (অর্থাৎ ৫।৭ পাতা) আমার নিকট আছে কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থার কিছু লিখা নাই।”

আমরা নিজে এই গ্রন্থগুলি দেখিতে পাই নাই। শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহাই বলুন না কেন, যে সকল পণ্ডিত এই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় না জানিয়া একটা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। খ-পুঁথিতেও ঐ দুই গ্রন্থের এ ভাবেই উল্লেখ আছে; অতএব ইহাতে ভ্রম সম্ভাবনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। যাঁহারা প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ী এতদ্বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার ভার তাঁহাদের উপরেই থাকিল।

কাছাড়ী নৃপতিগণ আপনাদিগকে হিড়িম্ব বা হিড়ম্বের ভগিনী-পুত্র ঘটোৎকচের বংশীয় বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। কাছাড়ীগণের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই লিপিবদ্ধ নাই, যাহা কিছু জানা যায় সমস্তেরই ভিত্তি কিংবদন্তীর উপর। মাত্র পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন উহারা একদিগে আহোম ও অপরদিকে ত্রৈপুর রাজগণের সংঘর্ষে আসিয়াছে, তখন হইতে এই দুই ইতিহাস প্রিয় রাজবংশের বুরঞ্জী ও রাজমালা হইতে কাছাড় রাজগণের ইতিবৃত্ত যৎসামান্য অবগত হওয়া যাইতেছে।

আমাদের এই প্রদেশকে অনেকে পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের পদার্পণের এত নিদর্শন সুর্ম্মা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রদর্শিত হয় যে ভারতের এক দিল্লী প্রদেশ-ভিন্ন এতাদৃশ

* ইঁহার প্রণীত স্মৃতিসংগ্রহনিবন্ধাবলী কামরূপ অঞ্চলে পঠিত হইয়া থাকে

আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দুর্যোধন রাজা ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে পাণ্ডুনাথ দেবালয়ে পঞ্চ পাণ্ডব—মায় কুন্তী ও দ্রৌপদী—প্রদর্শিত হইয়া থাকেন। সভাপর্ব্বে ও অশ্বমেধপর্ব্বে, পাণ্ডবগণের বাহিনী যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আগমন করিয়াছিল—সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবেরও যে দুই এক জন ছিলেন—তাহার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। নাগাপর্ব্বতে ও মণিপুরে এবং প্রমীলার নারীদেশে (জয়ন্তীয়ায়) যে মধ্যম পাণ্ডব আসিয়াছিলেন, ইহাও আমরা জানিতে পারিতেছি।

অতএব ভীমসেনের সুযোগ্য পুত্র হিড়ম্বভাগিনেয় ঘটোৎকচ হইতে কাছাড়রাজগণ যে তাঁহাদের বংশ গণনা করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে কাহারও বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ সমীপস্থ কোচরাজগণ শিববংশীয়, আহোমরাজগণ ইন্দ্রবংশীয়, মণিপুর রাজগণ বভ্রুবাহনবংশীয় এবং ত্রৈপুররাজগণ দ্রুহ্যুবংশীয় হওয়াতে, ইঁহাদের ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশীয় হওয়া অতি শোভন ও সম্ভবপরই দেখায়।

হিড়িম্ব-হিড়িম্বার স্থান এই অঞ্চলে ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১৫৫ অধ্যায়ে ভীম ও হিড়িম্বার বিহারস্থান যে ভাবে বর্ণিত আছে * তাহাতে উহা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক সুর্ম্মা ও ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা ব্যাপক যে এক বিশাল পার্ব্বত্য জাতি কাছাড়ী নামে পরিচিত ইহাদের

* "তথৈব বন দুর্গেষু পুষ্পিতদ্রুমসানুষু।
সরঃসু রমণীয়েষু পদ্মোৎপলযুতেষু চ।
নদীদ্বীপ প্রদেশেষু বৈদূর্য্যসিকতাসু চ।
সুতীর্থবনতোয়াসু তথা গিরিনদীষুচ।

রাজগণ হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের রাজত্ব দক্ষিণে সুরম্যোপত্যকার কাছাড় জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিকে পর্ব্বতরাজি ভেদ করিয়া ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার অধিকাংশ স্থান ব্যাপক ছিল। রাজগণ হিড়িম্বার বংশজাত বলিয়া কাছাড়ী রাজ্যের নাম হৈড়িম্ব বা তদপভ্রংশ হেড়ম্ব বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

এখানে কাছাড়ীজাতির নামকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয় বলেন, "ইঁহারা একবার কোচদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগকে কোচ+অরি =কোচারি বলা হইত এবং তাহা হইতেই 'কাছাড়ী' এবং কাছাড়ী হইতে কাছাড় হইয়াছে।" আসামের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট্ মহোদয়ও কাছাড়ী হইতে তদধ্যুষিত জেলার নাম 'কাছাড়' হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু 'কোচারি' হইতে কাছাড়ীর উৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, কেন না কোচের অভ্যুদয়-কাল নিতান্ত আধুনিক, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী মাত্র। ইহার পূর্ব্বেও বোধ হয় কাছাড়ী নাম ছিল। দ্বিতীয়তঃ কাছাড়ী হইতে জেলার নাম কাছাড় হইলে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার যে অধিকাংশ ভূভাগ তাহাদের

হিমবদ্‌গিরিকুঞ্জেষু গুহাসু বিবিধাসু চ।
সাগরস্য প্রদেশেষু মণিহেমচিতেষু চ।
পল্ললেষু চ রম্যেষু মহাশালবনেষু চ।
দেবারণ্যেষু পুণ্যেষু তথা পর্ব্বতসানুষু।"
ইত্যাদি।

এই গুলির একত্র সমাবেশ প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যময়ী এই আসাম ভূমিতেই সম্ভবে; একদিকে হিমালয়ের গিরিকুঞ্জ, অপরদিকে (সেই প্রাচীনযুগে) সমুদ্র প্রদেশ, ইহাতেই সম্ভাবিত ছিল।

অধিকৃত ছিল, আগে সেই স্থানের নাম "কাছাড়" হইত, কেননা এই মতানুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতেই কাছাড়ীরা আসিয়া কাছাড় জেলার নামকরণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ কাছাড় হইতে বরং "কাছাড়ী" হওয়া সম্ভব; কিন্তু বিপরীত হওয়া সম্ভবপর নহে, অন্ততঃ ঈদৃশ উদাহরণ প্রায় দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, 'কাছাড়' এই নামটি পর্ব্বতসমীপস্থ (কচ্ছ) স্থান বলিয়া শ্রীহট্টের লোকেরা দিয়াছে। বোধ হয়, এই স্থানই কাছাড়ীদের আদিম বসতিস্থল না হইলেও নাভিস্থল ছিল, এখান হইতে স্থানীয় নামে পরিচিত হইয়া কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাতেও এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।* ভুবন পাহাড়ে ভুবনেশ্বরের স্থানে যে সকল ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি দেখা যায়, ঐ গুলি বহু প্রাচীন বোধ হয়; এবং এতদ্দ্বারা এইস্থলে যে বহুপূর্ব্বে শিবশক্তিভক্ত (হরগৌরীচরণপরায়ণ) কাছাড়ীরাজগণের অধিকার ছিল তাহাই সূচিত হইতেছে। আহোমদের ইতিহাসে কাছাড় রাজ্য ও হেড়ম্ব রাজ্য উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়।

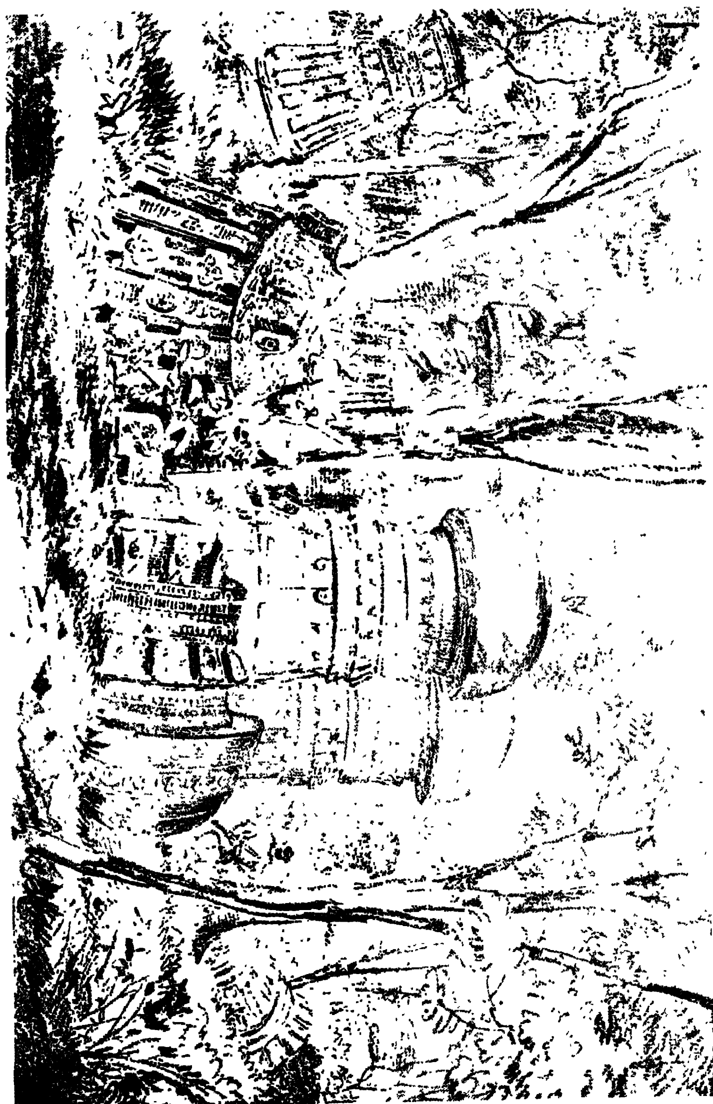
কাছাড়ীগণের প্রথম রাজধানী যে কোথায় ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্ভবতঃ এতৎপ্রদেশের পার্ব্বত্য স্থান বিশেষে ইহাদের আদি রাজধানী ছিল। তৎপরে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাস্থ সমতলভূমিতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। নৌগাঁ জেলার অন্তর্গত কপিলীনদীর উপত্যকায় 'হাইয়ংথল' নামক স্থানে শিবমন্দিরাদির যে ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহা কাছাড়ীদের রাজধানীর চিহ্ন বলিয়া আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "জোনাকী" পত্রে প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধবিশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাই ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার প্রথম

* আসাম প্রদেশে সুপ্রচলিত রিপুঞ্জয় স্মৃতিসংগ্রহে "কচ্ছ" শব্দ দ্বারা কাছাড়ীদিগকে অভিহিত করা হইয়াছে।

+ জোনাকী নব পর্য্যায় দ্বিতীয় ভাগ ৩৯৮ পৃঃ।

ডিমাপুরের তোরণ দ্বার





রাজধানী কি না বলা যায় না। শ্রীযুক্ত মণি চরণ বর্ম্মা বলেন, "কাছাড়রাজগণ এক সময়ে সদিয়া অঞ্চলেও রাজত্ব করিয়াছিলেন বোধ হয়; কারণ আজ পর্য্যন্তও সেই অঞ্চলাস্থিতা বিখ্যাতা দেবী "কেচাই খান্তির"* পূজা আমাদিগকে দিতে হইতেছে"। ইহাতে দেখা যায় ঐ অঞ্চলেও একদা কাছাড়রাজগণের বসতিস্থল ছিল, নচেৎ এতদূর তাঁহাদের উপাস্য দেবীর স্থান হইতে পারিত না। শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব বলেন, দৈয়ং নদীর সন্নিকৃষ্ট 'কসোমারি পাথার' নামক স্থানে কাছাড়ীগণের এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।†

যাহা হউক ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ আহোমদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে ডিমাপুরে তাঁহাদের রাজধানী দেখা যায়। এই রাজধানীর নামকরণে রাজগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের জননী হিড়িম্বার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন বোধ হয়; "হিড়িম্বা" নামই কালে "ডিমাপুরে" পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের একটু কারণও দেখা যাইতেছে। আহোমেরা ইহাকে "চিডিমা" বলিত, বোধ হয় উচ্চারণদোষে। আদ্যক্ষর 'চি' অর্থ নগর, তাই কালে নগরবাচক বলিয়া 'চি' ভাগের লোপ পাইয়া পশ্চাদ্‌ভাগে তদ্বাচক পুরশব্দ বসিয়াছে।

সে যাহা হউক, ডিমাপুরে রাজধানীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এখানে বহু স্থান যুড়িয়া ইষ্টক প্রাচীর দেখা যায় এবং ইষ্টক নির্ম্মিত একটি সুন্দর তোরণদ্বার এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তোরণদ্বার দিয়া প্রাচীরমধ্যস্থিত স্থানে প্রবেশ করিলে শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভাবলী পরিদৃষ্ট হয়। ঐ গুলিতে সুন্দর কারুকার্য্য রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটি আস্ত পাথর কাটিয়া তৈয়ার করা

* অর্থাৎ কাঁচা মাংস ভক্ষণকারিণী; এখানে নরবলি পর্য্যন্ত হইত।

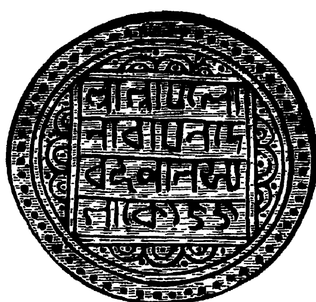
† Gait's History of Assam. P. 246 দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রস্তর ডিমাপুরের নিতান্ত সন্নিকটস্থিত কোনও স্থানে দেখা যায় না; দশবিশ মাইল দূর হইতে এই বিশাল প্রস্তর খণ্ডগুলি আনীত হইয়া এখানে প্রোথিত হইয়াছে। আর এক একটিতে কি সুন্দর কাজ করা রহিয়াছে! লতা, পাতা, ফুল, পশু, পক্ষী খোদিত আছে, নাই কেবল কোনও দেবমূর্ত্তি বা নরমূর্ত্তি। এইটাও এক আশ্চর্য্যের কথা যে হাইয়ংথলের দেবমন্দির যাঁহাদের স্থাপিত এবং যাঁহারা কেচাইখাস্তি দেবীর উপাসক ছিলেন, সেই হৈড়িম্বেয়বংশীয় নৃপতিগণের ব্রহ্মপুত্রোপত্যকাস্থ শেষ রাজধানীতে দেবমূর্ত্তি বা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ, ইতিহাসে আমরা ডিমাপুরের কোনও নৃপতির নামও পাইতেছি না। ডিমাপুরে অনেকগুলি সরোবর আছে; একটির জল অদ্যাপি অতি নির্ম্মল ও সুপেয়। এই স্থানে সম্প্রতি আসামবেঙ্গল রেলওয়ের মণিপুর রোড্ ষ্টেশন হইয়া বাজার হাট প্রভৃতি বসিয়াছে।

বহুকাল আহোমগণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে ডিমাপুর হইতে কাছাড়ীরা রাজধানী মাইবং নামক স্থানে পরিবর্ত্তিত করে। মাইবঙ্গে সম্প্রতি আসামবেঙ্গল রেলওয়ের একটি ষ্টেশন হইয়াছে, ডিমাপুর হইতে ইহার দূরত্ব ৮৫ মাইল। শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেবের মতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে আহোমগণ কর্ত্তৃক ডিমাপুর বিধ্বস্ত হইলে পর কাছাড়ীগণ ধনশ্রীনদীর তীরভূমি (ডিমাপুর) পরিত্যাগ করিয়া মাহুর নদীর তীরস্থ এই মাইবঙ্গে আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করে। কিন্তু মাইবঙ্গের রাজধানীর নির্ম্মাণ কার্য্য তৎকালেই সমাপ্ত হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। সম্প্রতি দুই খানি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, উভয় খানিতে প্রায় একই কথা লিখা।* তাহা হইতে জানা যায় যে শক ১৪৯৮ অব্দের ২৬ শে

* শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশতঃ জাত রাজা হৈ মাইবাঙ্গ রাজ্যত পাথরে সিঙ্গদ্ধার (সিংহদ্বার) বন্ধাইলেন শকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীথ আষাড় ২৬।



যশোনারায়ণের রৌপ্যমুদ্রা




যশোনারায়ণের সিকি।

আষাঢ় তারিখে (জুলাই ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) রাজা মেঘনারায়ণ এই মাইবঙ্গে প্রস্তর দ্বারা (অন্ততঃ) একটি সিংহদ্বার বাঁধাইয়াছিলেন।

আসামবেঙ্গল রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার কালে মাইবঙ্গের রাজধানীর অনেক চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। ইষ্টকের প্রাচীর এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ রেলওয়ের নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করিয়া চিরকালের নিমিত্ত অদৃশ্য হইয়াছে। মেঘনারায়ণের সিংহদ্বারটিও অতীত অস্তিত্বের সাক্ষ্যদানার্থ প্রস্তরফলকদ্বয় রাখিয়া বোধ হয় রেলওয়ের কঙ্করাদিতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। আবার কত প্রস্তরমূর্ত্তি ও কত প্রাচীন মুদ্রা তদুপলক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই একটি মাত্র মূর্ত্তি আজিও মাইবঙ্গ ষ্টেশনে ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুদ্রাগুলির মধ্যে মাত্র রাজা যশোনারায়ণের দুইটি মুদ্রা * শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা কর্ত্তৃক কোনও প্রকারে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই দুইটি মুদ্রার বড়টিতে '১৫৫' এই শকাব্দের অঙ্ক আছে। ইহা '১৫০৫' (অর্থাৎ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ) হইবার কথা। † ইহা হইতে দেখা যায়যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজা যশোনারায়ণ এই কাছাড় রাজ্যে হাচেঙ্গসা ‡ বংশে (অর্থাৎ মেঘনারায়ণেরই বংশে)

---

* বড়মুদ্রাটির লিপি এই :—"হরগৌরীচরণ পরায়ণ হাচেঙ্গসা বংশজ শ্রীশ্রীযশোনারায়ণ দেব ভূপালস্য শাকে ১৫৫"। সিকি মুদ্রাটির লিপি এই :—"হরগৌরীচরণ পর শ্রীশ্রীযশোনারায়ণস্য"।

† ইহা '১৫৫০' হইতেও পারিত। কিন্তু ইহাতে দোষ এই হয় যে শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেবের ইতিহাসে সেই সময়ে কাছাড়ে অন্য ভূপতির রাজত্বের উল্লেখ দেখা যায়।

‡ হাচেঙ্গসা কাছাড়ীদের একটা গোত্র; হেড়ম্বাধিপগণ এই গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে মেঘনারায়ণের শিলালিপিতে এবং যশোনারায়ণের মুদ্রাতে উল্লেখ না থাকিলেও, ষোড়শ শতাব্দীতে কাছাড় রাজ্য হেড়ম্ব নামেই পরিচিত ছিল। কণ্ঠভূষণ লিখিত শঙ্করদেবের চরিতে আছে, হেড়ম্ব দেশ হইতে দূত আসিয়া শঙ্করদেবকে বলিতেছে:—

"হেড়ম্ব দেশর রজা পঠাইছে আমাক।
অনেক ভকতি ভাবে তোমাকে নিবাক॥"

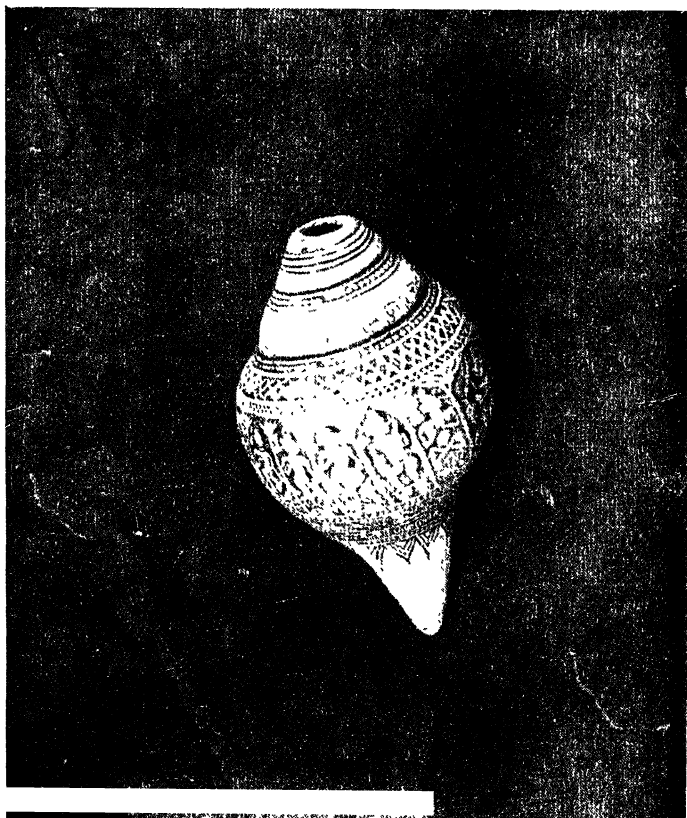
রাজা হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি এই মাইবঙ্গেই রাজত্ব করিতেন।

আহোমদের বুরঞ্জী হইতে সংগৃহীত শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেবের ইতিবৃত্তে জানা যায় যে এই সময়ে কাছাড়ী রাজা শত্রুদমন বড়ই পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি দুইবার দুর্দ্ধর্ষ আহোম সৈন্য পরাজয় করিয়া প্রথমবার 'অসিমর্দ্দন' এবং দ্বিতীয় বার "প্রতাপনারায়ণ" নাম গ্রহণ করিয়া মাইবঙ্গের নাম "কীর্ত্তিপুর" রাখিয়াছিলেন। ইনি জয়ন্তীয়ার রাজা ধনমাণিককেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কাছ হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সেই সময়েই কাছাড়ের সমতল প্রদেশে ব্রহ্মপুর ওরফে খাসপুর নামক একটি নগরীর উল্লেখ দেখা যায় *। বোধহয় এই পার্ব্বত্য রাজধানীতে রাজারা অতি অল্পকালই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এতৎ স্থলে বীরদর্প নারায়ণের নামও কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য; তাঁহার সময়ের একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে ইহাতে নারায়ণের দশ অবতার অঙ্কিত আছে।†

তার পর কয়েক জন অপ্রথিতনামা নৃপতি রাজত্ব করিবার পর তাম্রধ্বজ রাজপদারূঢ় হন। আহোমরাজ মহাপ্রতাপ রুদ্রসিংহ তখন

* Mr. Gait's History of Assam P. 267. দ্রষ্টব্য।

† শঙ্খের উপরে খোদিত লিপিটি এই :—"১৫৯৩ শকত আঘ্রণ মাসত ॥ শ্রীশ্রীযুত বীরদর্প নারায়ণ কালত ই শঙ্খকাটি।" আপাত দৃষ্টিতে শকাঙ্কটিকে '১৩৯৩' পড়া যাইতে পারে; কিন্তু আসাম ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব ইহা "১৫৯৩" শক পড়িয়াছেন। এইরূপ পড়িবার প্রধান কারণ এই যে 'অরুণোদই' নামক একখানি অসমীয়া মাসিক পত্রিকার ১৮৫২ সালের আগষ্ট সংখ্যায় আহোমরাজগণের বুরঞ্জীর যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে এক "বিরদর্পের" কথা আছে; তিনি ১৫৬৭ শকে আহোমরাজদুহিতার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। এই "বিরদর্পের" একটি নামান্তরও দেখাযায়, তাহা "বলিদর্প নারায়ণ"। দুঃখের বিষয় বহু চেষ্টা করিয়াও শঙ্খটির যে স্থানে শকাঙ্ক লেখা ঐ অংশের চিত্র দিতে পারা গেলনা।



বীরদর্পের দশাবতারাঙ্কিত শঙ্খ

আসামের সিংহাসনাধিরূঢ়। এই প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি বহু সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া মাইবঙ্গ অধিকার করেন। এবং তত্রত্য ইষ্টক প্রাকারাদির ধ্বংস সাধন করেন। * তাম্রধ্বজ খাসপুরে চলিয়া যান এবং সম্ভবতঃ তখন হইতেই রাজগণ খাসপুরে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন।

অতঃপর শূরদর্প রাজা হন, কিন্তু তখন বোধহয় তাঁহার বয়স অল্প ছিল তাই কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি তদীয় জননী চন্দ্রপ্রভাদেবীর অনুমতি অনুসারে নারদীয় পুরাণের পদ্যানুবাদ করেন। এই বাচস্পতি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে কাছাড়ের অধিষ্ঠাত্রী রণচণ্ডীর নিকট নরবলি প্রদান করা হইত, তদর্থে রাজার চরেরা নিকটবর্ত্তী শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে মানুষ ধরিয়া আনিত; ব্রাহ্মণের বলি হইত না, তাই রাজার চরেরা বাচস্পতির উপবীত ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বলিদানার্থ নিয়া আইসে। বাচস্পতির ন্যায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইতে রাজার অধিক সময় লাগিল না। সেই সময় হইতে কাছাড় রাজ্যে নরবলি দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। †

শূরদর্পের পরে কাছাড়ের উল্লেখযোগ্য রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ; ইনি ১৬৫৮ শকের ২৯শে ভাদ্র তারিখে (সেপ্টেম্বর ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে)

---

* রুদ্রসিংহের আক্রমণ তারিখ আহোম বুরঞ্জী মতে (অন্ততঃ গেইট্ সাহেবের ইতিহাস অনুসারে) ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারদীয়সামৃতের মতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দেই তাম্রধ্বজপুত্র শূরদর্প সিংহাসনাধিরূঢ় ছিলেন। এমনও হইতে পারে যে নারদীয়সামৃতের শকাব্দ সংখ্যা ভ্রমতঃ ১৬৩২ স্থানে ১৬২২ লিখিত হইয়াছে। ১৬৩২ শকে ১৭১০ খৃষ্টাব্দ হয়। আসাম ইতিহাসের মতে ১৭০৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে রাজা তাম্রধ্বজ পরলোকপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আসামের ইতিহাসে উল্লেখিত এই সব তারিখ যে ভ্রমসঙ্কুল নয়, তাহাই বা কি প্রকারে বলিতে পারি?

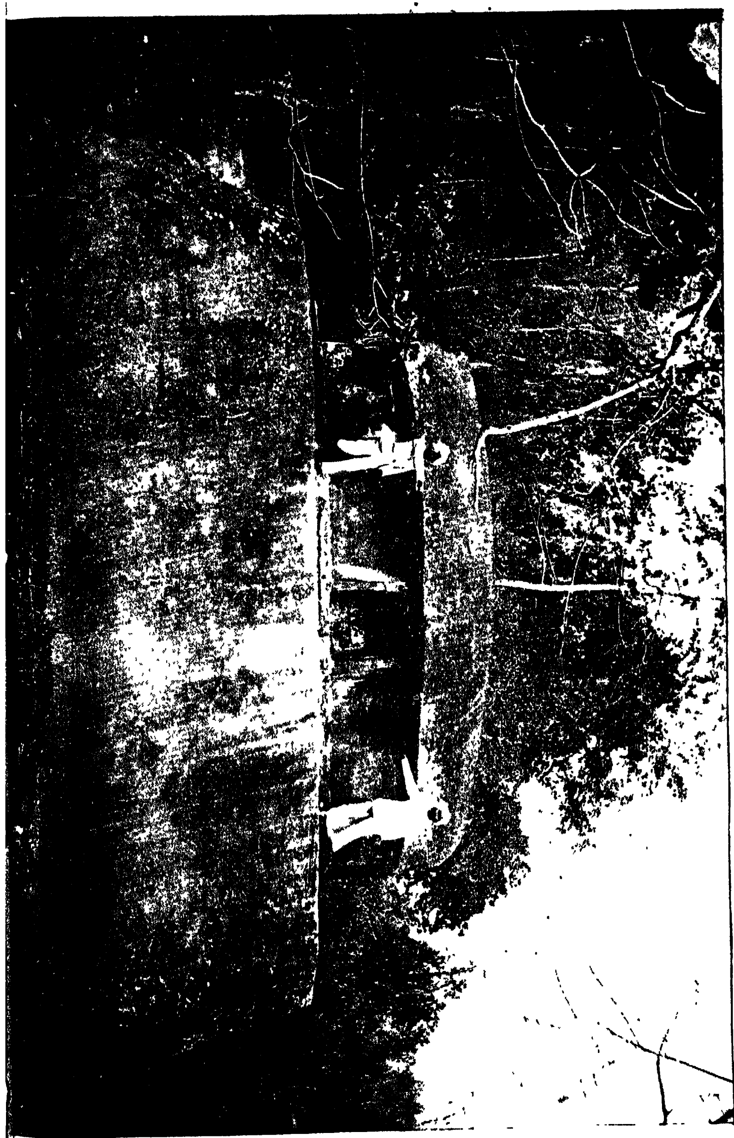
† মাইবঙ্গে দুইটি দীপগাছ (cycad or cycas revoluta) আছে, কাছাড়ীরা বলে, এই গাছের নীচে নরবলি প্রদান করা হইত। শূরদর্প রাজার সময়ে নরবলি প্রথা রদ হইলে আজ দুইশত বৎসর কাল যাবৎ নরবলি হয় না বলিতে হইবে। গাছ দুইটি পুরুষ প্রমাণ উচ্চ; ইহাদের প্রাচীনত্ব অবিশ্বাস্য। অপিচ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরে কাছাড়রাজগণের কাহারও মাইবঙ্গে কোনও চিহ্ন দেখা যায় না।

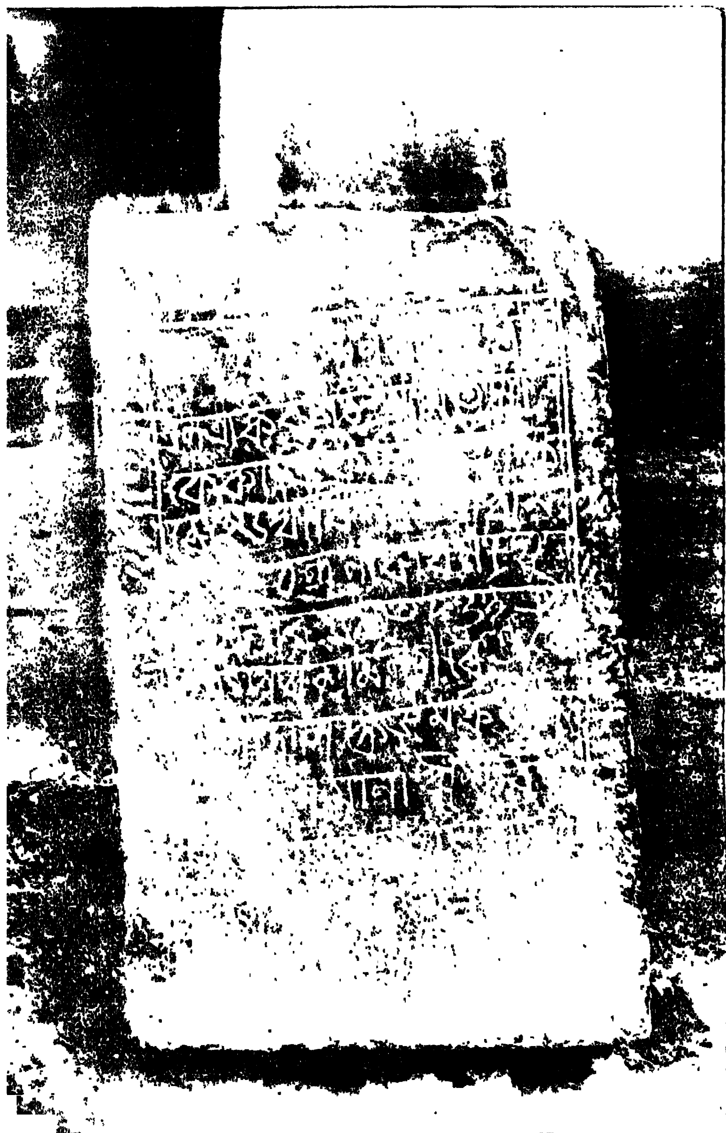
মণিরাম উজিরকে দুইখানি সনন্দ প্রদান করিয়া স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন; পশ্চাৎ সনন্দ দুইখানির সবিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র; তাঁহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষ্মীচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র রাজা হন। মাইবঙ্গে পর্ব্বতের পাদদেশে একটি পাষাণ নির্ম্মিত নিরেট মন্দির আছে ইহার গাত্রলিপিতে হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের নাম পাওয়া যায়।* দোলমঞ্চের অধোভাগের ন্যায় প্রস্তর ময় প্রায় আট হাত উচ্চ একটি ভিত্তির উপর এই পাষাণ মন্দির বিষ্ণু মণ্ডপের আকারে নির্ম্মিত; এই গৃহটি পর্ব্বতের একটী অংশ কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ১২ হাত এবং প্রস্থে ৭ হাত: উচ্চতা খুবই কম। চারি পার্শ্বে দেওয়ালের গায়ে খোপ আছে। পশ্চিমের খোপটিতে অস্পষ্ট কিছু অঙ্কিত দেখা যায়, হয়ত ইহাই খড়্গরূপা রণ-চণ্ডীর চিহ্ন; তৎপার্শ্বেই লিপি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের এই মন্দিরে রণচণ্ডীর পূজা হইত কি না সন্দেহ। রাজ বাড়ীর যেখানে দীপগাছ প্রভৃতি পরিচিহ্ন দেখা যায় তাহা হইতে এই মন্দির দেড় মাইলের

হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব কালও আজ দেড় শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই দুই গাছ এত প্রাচীনও হইতে পারে না। বোধ হয় এই দুইটি পূর্ব্বতন বৃক্ষের সন্ততি হইবে এবং আজিও পূর্ব্বপুরুষের সম্মানে সম্মানিত হইতেছে।

* শ্রীশ্রীরণচণ্ডি পদারবিন্দে মধুকরস্য
বগা গোহাই শ্রীশ্রীরাই * * *
হিড়ম্বেশ্বর শ্রীশ্রীযুত হরিইচন্দ্র নারায়ণ
নৃপস্য সক সুভমস্তু সকাব্দা ১৬৮৩
মার্গসীর্ষস্যদ্বা * * দিবসগতে ভুমিপু
ত্র বাসরে পাষা * নিম্মিত ৺ প্রাসাদ
স * র্ণ মিতি।

শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব শকাব্দটাকে ১৬৪৩ (=১৭২১ খৃঃ) পড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া খাসপুরের পশ্চাদুল্লেখিতব্য) শিলালিপির উল্লেখিত হরিশ্চন্দ্রের সহিত এই হরিশ্চন্দ্রের ভিন্নত্ব কল্পনা করিয়াছেন।





উপর হইবে। অপিচ হরিশ্চন্দ্র মাইবঙ্গে বাস করিতেন কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। কেন না খাসপুরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পাট এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তবে সেই পাটে যে একটি ভগ্নমন্দিরের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে * তাহাতে দেখা যায় যে ঐ মন্দির ১৬৯৩ শাকে, অর্থাৎ মাইবঙ্গের পাষাণ মন্দির নির্ম্মাণের দশ বৎসর পরে, নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; আবার তাঁহার সন্তানাদিও ছিল না। তাই তদনুজ লক্ষ্মীচন্দ্রের † উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ‡ কিন্তু হায়, তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্রামসুখভোগ ছিল না, তাই অকালে লক্ষ্মীচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেন।

* ইহা সম্প্রতি কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনারের আফিসে আছে। লিপি এই:—

শ্রীনন্দ নন্দনাজ্ঞয়া
নেত্রাঙ্ক রস চন্দ্রমিতেসা
কে কার্ত্তিক স্থিতে ভাস্ক
রে হেড়ম্বাধিপতিঃ শ্রীশ্রীম
দ্ধরি চন্দ্র নারায়ণাভ্যু
দয়িণী রাষ্ট্রে তদন্তর্গত
খাস্পুর নাম নগরে ৺ ত
ৎ পাদ পঙ্কজ মকরন্দ
লোলুপমানা শ্রীল্ শ্রী
মতি রাজমাতা লক্ষ্মীপ্র
ভা দেবী শাধিতেষ্টকাদি
নিচয় নির্ম্মিত বিচিত্র প্রা
সাদাভিরামঃ।

† শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব তদীয় আসামের ইতিহাসে ইহাকেই বোধ হয় "সন্ধিকারী" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

‡ তৎকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র মাইবঙ্গের পাষাণ গৃহের নিকটে নির্জন শান্তি কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন কি না কে বলিতে পারে?

লক্ষ্মীচন্দ্রের দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র * তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন ; তাই হরিশ্চন্দ্রকে পুনশ্চ রাজ্যভার বহন করিতে হইয়াছিল। যথাকালে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে কৃষ্ণচন্দ্র রাজত্ব লাভ করেন। ইনিও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ; † অধিকন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাসপঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে ইনি বঙ্গভাষায় মহারাস নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ইহা অতীব সুশ্রাব্য হইয়াছে। খাসপুরে ইঁহারও পাট আছে ; তাহাতে রণচণ্ডীর ‡ মন্দির প্রভৃতি এখনও অনতিভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

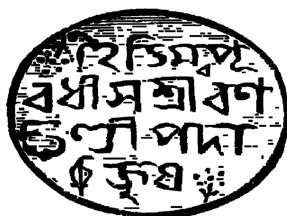
* সম্প্রতি কৃষ্ণচন্দ্র-গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী ইন্দুপ্রভার শ্বশুর ও পিতৃকুলের তর্পণকার্য্যে সহায়তাকল্পে প্রস্তুত একখানি নামগোত্র তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে ; তাহা হইতে দেখাযায় যে হরিশ্চন্দ্রই কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের জনক ছিলেন এবং লক্ষ্মীচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের পিতৃব্য ছিলেন। আমরা এতৎপ্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের প্রদত্ত হেড়ম্বরাজবংশ বিবরণীর অনুসরণ করিয়াছি ; এবং ইহাই সমীচীন বোধ হয় ; কেননা নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত পরস্পরবিবদমান কাছাড়ী রাজমালার সকলটিতেই হরিশ্চন্দ্রের পর লক্ষ্মীচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র লক্ষ্মীচন্দ্রের পুত্র কি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র এ বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাছাড়ীরাজবংশীয় 'কুঙর' শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় হরিশ্চন্দ্রেরই পুত্র ছিলেন। কিন্তু বহুদর্শী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মা মহাশয় বিপিন বাবুর মতেরই সমর্থক ; এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাতেও বিপিন বাবুর মতই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইবে।

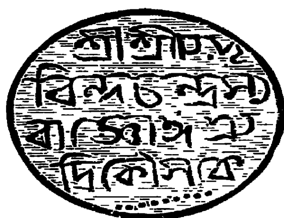
† আসাম ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব লিখিয়াছেন যে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সভ্রাতৃক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রনির্ম্মিত গোমূর্ত্তির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্গত হন ; তদবধি ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ভীমবংশীয় ক্ষত্রিয় হিন্দু বলিয়া খ্যাপিত করেন। তিনি আরও বলেন যে মাইবঙ্গে অবস্থানকাল হইতেই কাছাড় রাজগণ কর্ত্তৃক হিন্দু ধর্ম্মগ্রহণের আরম্ভ হয়। কিন্তু বহুপূর্ব্বকাল হইতেই যাঁহারা হেড়ম্বেশ্বর নামে পরিচিত হইতেন এবং ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার যাঁহাদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের এতাদৃশ উক্তি সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

‡ রণচণ্ডীর নাম পূর্ব্বেও উল্লেখিত হইয়াছে ; বহুকাল হইতেই এই দেবী কাছাড়রাজগণের আরাধ্যা ছিলেন। রণচণ্ডী কোনও দেবতা-মূর্ত্তি নহেন, শিবাজীর 'ভবানী'র মত, অথবা আহোমদের "হেংদাং" এর ন্যায়, একখানি তরবারি মাত্র। এইরূপ প্রবাদ যে নির্ভয় নারায়ণ নামক কাছাড়ের



গোবিন্দচন্দ্রের স্নানমন্দির





রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় ১৭৩৫ শকে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করিলে তদীয় ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র সিংহাসনাধিরূঢ় হন। ইনি অগ্রজের ন্যায় সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং মহারাসপ্রণয়নে তাঁহার সহযোগিত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় তিনি সাধুশীল ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুরের রাজ-কুমারী ইন্দুপ্রভার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পাটরাণী করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য লাভের পরে অগ্রজের মহিষীকেই পাটরাণী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খাসপুরে রাজা গোবিন্দচন্দ্রেরও পাট আছে এবং তথায় তাঁহার নির্ম্মিত স্নানমন্দিরও একটি আছে। রাজা গোবিন্দের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; * ১৭৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পর বৎসরেই ঐ মুদ্রা প্রচারিত হয়। তাঁহার সিংহাসনারোহণের চারি বৎসর পরে তদীয় দণ্ডবিধি প্রচারিত হয়।

রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের কোষ্ঠীতে লিখা ছিল যে অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবিনাশ হইবে। ক্ষত্রিয়ত্বাভিমানী হইলেও রাজা এই নিমিত্ত সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারই সময়ে কাছাড়ে নানারূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

প্রথমতঃ কাশী চন্দ্র (ওরফে কাচাদীন) নামক তাঁহার এক ভৃত্য

একজন প্রাচীন নৃপতি একদা রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন, যে দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস আগামী কল্য নদীতে গেলে আমাকে সর্পরূপে দেখিতে পাইবে; যদি উহার মাথায় ধরিতে পার তবে আমি নিজমূর্ত্তিতে পরিণত হইব, লেজে ধরিলে অসির আকৃতি ধারণ করিব।" রাজা তদনুসারে সর্প দেখিয়া ভয়ে মুখের দিকে ধরিতে পারিলেন না তাই দেবী খড়্গরূপেই পরিণত হইয়া পূজিত হইতে লাগিলেন।

* মুদ্রার লিপি এইঃ- "হৈড়িম্বপুরধীশ শ্রীরণচণ্ডী পদাম্বুজঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ চন্দ্রস্য রাজ্যোঙ্গত্র্যদ্রিকৌ শাকে।" লক্ষ্যের বিষয় এই যে এই মুদ্রাটিতে হেড়ম্বের স্থলে "হৈড়িম্ব" এই বিশুদ্ধ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে।

উত্তরদিক্‌স্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। রাজা উহাকে কৌশলক্রমে ধৃত করিয়া বিনাশ করিলে উহার পুত্র তুলসীচন্দ্র বা তুলারাম রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া উত্তর কাছাড়ে আপন রাজত্ব ঘোষণা করে। গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্ব ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হওয়ার পরেও "তুলারাম সেনাপতির রাজ্য" বহুদিন স্বাধীন ছিল।

তৎপর মণিপুরের তৎকালীন রাজা, গোবিন্দমহিষী ইন্দুপ্রভার পিতৃব্য, হেড়ম্বরাজ্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া গোবিন্দকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। গোবিন্দ প্রথমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তাপ্রার্থী হইয়া বিমুখ হইলে ব্রহ্মরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যখন ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য কাছাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাছাড় হইতে ব্রহ্মদেশীয়দিগকে তাড়াইয়া উহা আপন ক্ষমতাধীনে আনয়নার্থ অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। পরিশেষে ব্রহ্মদেশীয়গণের করাল কবল হইতে কাছাড় বিমুক্ত হইলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজরাজের সামন্তরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় ও মণিপুরীদের আক্রমণ ভয়ে খাসপুর পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ অধিকারের সন্নিকৃষ্ট বরাক নদীর তীরস্থ হরিটিকর নামক স্থানে শেষ রাজধানী স্থাপন করিলেন।

এখানেও গোবিন্দ কর্ম্মদোষে শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মদেশীয়গণ কর্ত্তৃক মণিপুর আক্রান্ত ও উপদ্রুত হইলে অনেক মণিপুরী কাছাড়ে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। রাজা গোবিন্দ পূর্ব্বতন আক্রোশে উহাদের উপর বিষম অত্যাচার করেন। পরিশেষে এই মণিপুরীরা মণিপুররাজ গম্ভীর সিংহের অধিনায়কত্বে হরিটিকর আক্রমণ পূর্ব্বক উহার ধ্বংস সাধন করিয়া গোবিন্দের প্রাণবিনাশ করে। কোষ্ঠির লিখন সফল হইল।

গোবিন্দ উত্তরাধিকারি বিহীন ছিলেন; তাই তদীয় মৃত্যুর পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাছাড় রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রথমতঃ সহকারী কাগজ পত্রে "হেড়ম্ব" নামই ব্যবহৃত হইত, পশ্চাৎ জেলার নাম 'কাছাড়' হইয়া গেল। *

আমরা কাছাড় রাজগণের অনেকগুলি "বংশাবলী" দেখিতে পাই। হাণ্টার সাহেবের ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্ট্‌সে ঘটোৎকচ হইতে গোবিন্দ চন্দ্র পর্য্যন্ত ১০৩ পুরুষ দেখা যায়; আবার শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয়ের প্রদত্ত বংশাবলীতে ১৮৪ পুরুষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ নানা বংশাবলীতে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দেখা যায়। ফলকথা কোনটিই বিশ্বাস যোগ্য নহে। অবিশ্বাসের কারণ এই যে আহোমদের ইতিবৃত্ত কিংবা মুদ্রা ও শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা যে যে কাছাড়নৃপতির নাম ও তারিখ পাওয়া যায়, ঐ গুলির কোনও কোনও নাম বংশাবলীতে নাই; আবার কোনওটিতে থাকিলেও পৌর্ব্বাপর্য্যে সমূহ ব্যত্যয় আছে। হাণ্টার সাহেব এই 'বংশাবলী' ব্রাহ্মণদের 'জালিয়াতি' (Brahmanical forgery) বলিয়াছেন। এবং কাছাড়ী কোচ প্রভৃতি রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব বিধানকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব পরগাছা অর্থাৎ মোসাহেব (priestly parasites) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।†

* এই পরিবর্ত্তন কখন হইল বলা যায় না। শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব বলেন যে ১৮০৫ খৃঃ সিলমোহরে 'হেড়ম্ব' নামই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চাদুল্লেখিতব্য মণিরাম উজীরের অভয়খাতিলজমা সনন্দের পৃষ্ঠে কাছাড়ের প্রথম শাসনকর্ত্তাটি, ফিশার সাহেবের ১৮৩১ খৃঃ ২৪ শে মার্চ্চের দস্তখতে তাঁহার "In charge of Cachar" এই পদটী দেখা যায়। ফলতঃ কাছাড় নামটি যে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহাও তাহার অবান্তর প্রমাণ।

† গেইট্ সাহেবের জবাব প্রবন্ধান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। (See "Mr Gait's History of Assam : A critical study, in Hindustan Review, January 1908). উহা হাণ্টার সাহেবের উক্তির উপরও প্রযোজ্য।

কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে যদি ইউরোপীয়েরা একটা প্রবল সভ্যতার সহিত এদেশে না আসিয়া বর্ব্বর অবস্থায় এখানে হঠাৎ একটা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া এতদ্দেশেই বসবাস করিতেন, তবে কাছাড়ীগণ যেমন হিড়িম্বার বংশীয় বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছেন তাঁহারাও তেমনি পুরাণপ্রসিদ্ধ বীর বা দেবতাবিশেষের সন্তান বলিয়া এই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে সমাজ গণ্ডীতে পরিগৃহীত হইয়াআপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ইহাই এই দেশের সনাতন রীতি। রাজাকে দেবাংশ বলিয়া সম্মান করা এবং তদর্থে প্রয়োজন মতে দশ পাঁচটা অনৃত কথার অবতারণা করা এই সভ্যতালোকসমুজ্জ্বল সময়েও বোধ হয় সর্ব্ব দেশেরই রীতি। ইংলণ্ডে হেরাল্‌ড্‌স্‌ কলেজ (Herald's College) এ যে সব বংশাবলী প্রস্তুত হইত তাহাতে কি কল্পিত বংশপ্রবর্ত্তকের নাম চালান হয় নাই? যাহা হউক, এই বিষয় নিয়া বিদ্রূপ করা সুরুচিসঙ্গত কিংবা রাজনীতিসম্মত কার্য্য নহে।

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের স্মৃতি যে দুইখানি সনন্দ দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তদুপলক্ষে দুই একটি অবান্তর কথাও এ স্থলে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

প্রথম সনন্দ খানি এই ;—

শ্রীরা[ম]

৭ঁ স্বস্তিঃ প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবা—
নল শলভিকৃত বৈরি নিকর শ—
রদিন্দু সুন্দর জশ হেড়ম্ব পুর —
পুরিত পুরন্দর শ্রীশ্রীজুক্ত—
কির্ত্তি চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা—
মহা মহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

কীর্ত্তিচন্দ্রপ্রদত্ত মণিরাম উজিরের সনন্দ।

(২য়)

(১ম)

অভয় পত্র লিখনং

মিদং কার্জ্যঞ্চ—

আর বড়খলার চান্দলস্করর বেটা—
মনিরামরে আমি জানিআ কাচারির—
নিঅমে উজির পাতিলাম এতে অখন—
অবধি তুমার উজিরর বেটা ও নাতিও—
পরিনাতি তার ধারাসুত্রে ক্রমে এই উ—
জির হৈআ জাইব আর মজুন্দারর বে—
টা মজুন্দার হৈব বড়ভুইআর বে—
টা বড়ভুইআ হৈব এতধর্থে অভয় দিলা—
ম এতে কাল কাদাল (ক) কুনদিন এই বাক্য—
দড় কুন জনে না ডাড়িব (খ) আর চতুর সি—
মা পূর্ব্বে বৈল্যা হাহর ও আভঙ্গ পশ্চি—
মে তাহিরর পশ্চিমর শিমা এই তা—
হিররে বড়খলার জায়রে (গ) দিলাম—
আর উত্তরে পানিঘাট দক্ষিণে বড়—
বরাক এই পুর্ব্বর চতুরস্বিমাএ দিলা—
ম এতে কুন শন্দেহ না আছে আর রা—
জ্যর মনুশ্য জে জনে উজিরর বাক্যে—
না চলে মেল দেয়নে হেলা করিআ—
দেরয়জ (ঘ) করে খেল্যা (?)ও জয়জুরা—
ইন্ন (?) বশায় (?) তারে সর্ব্বদণ্ড করিমু এত—
ধর্থে অভয় [প]ত্র দি[লা]ম—

(ক) সর্ব্বদা। (খ) নাড়িব। (গ) অধীনে। (ঘ) দেরি।

ইতি শক ১৬৫৮ [তারিক] ২৯ ভাদ্রশ্য—*

দ্বিতীয় সনন্দ খানি এই ;—

[শ্রী]রাম

১৪ চণ্ডি শাক্ষি

৭ঁ স্বস্থিঃ প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবা—
নল শলভিকৃত বৈরি নিকর শর—
দি[ন্দু] সুন্দর জশ হেড়ম্ব পুর প্রপু—
রিত পুরন্দর শ্রীশ্রীজুক্ত কির্ত্তি—
চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা মহা—
মহাগ্র প্রবল প্রতাপেস্বু—

[এ স্থানে লালকালিতে সিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।]

অবয়খাতিলজমা (ক) প—
ত্রলেখিতং কার্জ্যঞ্চ ঃ—
বড় [খ]লার চান্দ লস্কর[র] বেটা মনি—
রাম উজির গং ভরতি (?) প্রতি আর—
আমার বংশেত জত দিবস রার্জশ—
পদ (খ) আছে অত দিবস জদ বুনিয়াদ (গ)—
বশাংবলি(ঘ) হাকিমইতি জমিধারি—
তুমারে দিলাম এতে তুমার আই—
ল শিমা উ(ঙ) বিশএত যে হিশাং(চ)করে—

* দণ্ড বিধির লিপি ও ভাষার সহিত সনন্দের লিপি ও ভাষা মিলাইলে যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহা একজন টোলের ভট্টাচার্য্যের লিপি ও ভাষার সহিত একজন জমিদারী সেরেস্তার মোহরের লিপি ও ভাষার তুলনা করিলে আজি ও দেখা যাইতে পারে।

(ক) অভয় খাতির জমা। (খ) রাজ্যসম্পাদ। (গ) আমূল। (ঘ) বংশাবলী। (ঙ) ও। (চ) হিংসা।



খাসপুরস্থ রণচণ্ডীর মন্দির

তার প্রাণ রৈক্ষা না করিমু আর আ—
মার বংশে তুমার বংশরে পালন—
করিব মহা২ অপরাদ পাইলে ৭শা—
ঠা(ছ) অপরাধ খেমিআ উছিত দণ্ড করি—
মু আর আমার বংশে তুমার বংশকে—
অপনিআয়(জ) শাস্থি না করিমু তুমার—
বংশে আমার স্নুণ যে কবুল করে শ্রীর৶(ঝ)—
এই খাতিলজমা না ডুলিমু (ঞ) শত্য ৭ এ—
তথক্তে(ট)খাতিলজমা পত্র দিলাম—
ই [তি শক ১৬] ৫৮ তারিক ২৯ভাদ্র অস্য—

কাছাড়রাজ্য ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইবার অল্পপরে সনন্দ দুইখানি জেলার ভারপ্রাপ্ত টি ফিশার সাহেব সমীপে দাখিল করা হইরাছিল। তন্নিদর্শনস্বরূপ দ্বিতীয়সনন্দের পৃষ্ঠে ফিশার সাহেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন ;—

Produced before me the 24th March
1831 (Sd) T Fisher
in charge of Cachar.

এই সনন্দ দুই খানি যাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল সেই রাজমন্ত্রী মণিরামের পিতা চাঁদ লস্কর (ওরফে চন্দ্রশেখর দেব লস্কর) শ্রীহট্ট হইতে কাছাড়ে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয় চাঁদলস্করের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তিনি বলেন, "চন্দ্রশেখর অবিবাহিতাবস্থায় প্রথম কাছাড়ে আসেন। তিনি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পুর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়েই এখানে 'লস্কর' এই সম্মানজনক উপাধি

(ছ) সাতটা। (জ) অপন্যায়। (ঝ) শ্রীরণচণ্ডী (?)। (ঞ) ভঙ্গ করিব না। (ট) এতদর্থে।

প্রাপ্ত হইয়া বিবাহাদি করিয়া বসতি স্থাপন করেন।* তৎপুত্র মণিরামের সঙ্গে কীর্ত্তিচন্দ্রের সৌহার্দ্দ ছিল; রাজা হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র মণিরামকে মন্ত্রী করিবেন এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাই এই সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। মণিরাম বহুকাল মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরলোকগামী হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীরাম উজির হন। তৎপর কাশীরামের পুত্র মাণিক্যরাম মন্ত্রিত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার পিতৃব্য রামপ্রসাদ মন্ত্রী হন। ইনিই কাছাড়ের শেষ রাজমন্ত্রী।"

মন্ত্রিবংশীয়ভিন্নও কাছাড়ের বর্ত্তমান অধিবাসিগণের মধ্যে লস্কর, চৌধুরী, মজুমদার, বড়ভুইয়া প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখা যায়। কাছাড়রাজগণ সমীপবর্ত্তী শ্রীহট্ট জেলা হইতে অনেক অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থাদি এবং মোসলমান ভদ্রলোককে নিজ রাজ্যে আনিয়া উপরি লিখিত উপাধি † প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যেক পরগণায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকে দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছিল। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড ও ঢাকা দক্ষিণ পরগণা

---

* কথিত আছে যে চাঁদ লস্কর বড়খলায় আসিলে স্বপ্নাদিষ্ট হন যে "এই স্থান নির্ম্মাতা ভৈরবের অধিকার, তুমি প্রতি রবিবার ভৈরবের পূজা দেওয়াইলে তোমার বংশীয়েরা এই স্থানে সুখসম্মানে বাস করিতে পারিবে।" তদবধি চাঁদ ও চাঁদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মাতা ভৈরব পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কাছাড়রাজগণ তদর্থে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন; ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও তাহা বজায় রাখিয়াছেন।

† সম্প্রতি অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেও এই সকল উপাধি দেখা যায়। কাছাড় জেলায় রাজস্ববন্দোবস্ত অস্থায়ী; তাই নূতন বন্দোবস্তের সময় আমিনদিগকে বশীভূত করিয়া যে-সে ব্যক্তিই সরকারী কাগজ পত্রে ঐ সকল উপাধির ব্যবহার করিতেছে; কেহ বা স্বয়ং লিখিত দলিলাদিতে যদৃচ্ছাক্রমে এই উপাধিগুলি গ্রহণ করিতেছে। আবার শুনা যায় স্বাধীন রাজত্বের অবসানের পর রাজার মোহর দুষ্ট লোকের হস্তগত হওয়াতে অনেক জাল সনন্দও তৈয়ার হইয়াছে।

হইতে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত রাজসভায় থাকিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সহযোগে ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়া রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেন। এই দণ্ডবিধিও তাঁহাদেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তথাপি কাছাড়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবশ্য বক্তব্য বহু বিষয় বলিতে পারিলাম না। সুখের বিষয় যে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বর্ম্মপ্রমুখ অনেক শিক্ষিত কাছাড়বাসী কাছাড়ের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। আশাকরা যায়, অচিরেই তাঁহাদের চেষ্ট ফলবতী হইয়া বঙ্গ সাহিত্যকে একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ঐতিহাসিক গ্রন্থ উপহার প্রদান করিবে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র লস্কর মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত নন্দ লাল বর্ম্মা মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব স্ব দণ্ডবিধি আমাদের নিকটে প্রেরণ করার জন্যে এবং এই ভূমিকা লিখনকার্য্যে অশেষবিধ সহায়তা করার নিমিত্তে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি

গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা

বঙ্গাব্দাঃ ১৩১৭।

শ্রীপদ্মনাথদেবশর্ম্মা

সভাধ্যক্ষ।



হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি

পাদেন বিংশতিকার্ষাপণাঃ।	সগুণ ব্রাহ্মণের উপর নিগুর্ণ ব্রাহ্মণে যদি পাদ ভ্রমণ করায় তবে রাজাতে ২০ বিস কাহন দণ্ড দিতে হয়।
কাষ্ঠেন সার্দ্ধদ্বিশতপণাঃ।	সগুণ ব্রাহ্মণের উপর নিগুর্ণ ব্রাহ্মণে যদি মারিবার নিমিত্তে কাষ্ঠ উঠায় তবে রাজাতে ১৫॥৶ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।
ব্রাহ্মণাভ্যাং পরস্পরস্য হস্তে পাদেবা বিদারিতে পরস্পরৌ দশবিংশতিপণ-দণ্ডার্হৌ।	ব্রাহ্মণে যদি পরস্পর পাদদ্বা[রা] কিম্বা হস্তদ্বারা মারামারি করেন তবে রাজাতে উভয়ে ১২॥ সাড়েবার ২ কাহন দণ্ড দিতে হয় কিন্তু এই দণ্ড রুধিরাদি স্রবিত হইলে।

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণং যদি অস্ত্রং ভ্রাময়তি তদা পঞ্চশতপণদণ্ড্যঃ।

সমান ব্রাহ্মণের উপর যদি ব্রাহ্মণে মারণার্থ অস্ত্রভ্রমণ করে তবে রাজাতে ৩১।০ একতিস কাহন চাইর (পণ) দণ্ড দিতে হয়।

যত্র মুনিভির্দ্দণ্ডো নোক্তস্তত্রাপরাধানুরূপো দণ্ডো [যুক্ত্যা] কল্পনীয়ঃ।

যেই ২ খানে মুনি সকলে দণ্ড নিরূপণ না করিয়াছেন সেই ২ খানে অপরাধানুসারে যুক্তিদ্বারা দণ্ড কল্পিতে হয়।

[ব্রাহ্মণ] জাতিষু প্রহারার্থং হস্তস্যোর্দ্ধভ্রামণেন দ্বাদশপণদণ্ডঃ।

ব্রাহ্মণকে যদি মারিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণে হস্ত উঠায় তবে রাজাতে ৮০ বার পণ দণ্ড দিতে হয়।

হস্তপাতনেন দ্বিগুণ এষ দণ্ডঃ সমেষু।

সমানজাতি ব্যক্তিয়ে একবার হস্তদ্বারা মারিলে রাজাতে ১॥০ দেড় কাহন দণ্ড দিতে হয়।

উত্তমেধমশ্চেচ্ছস্ত্রমুত্থময়তি তদা সহস্রপণদণ্ডঃ।

উত্তমকে মারিবার নিমিত্তে যদি অধমে অস্ত্র উত্থাপন করে তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাস্বইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

সগুণব্রাহ্মণোপরি নির্গুণ ব্রাহ্মণো যদি প্রহারার্থং হস্তং ভ্রাময়তি তদা দশকার্ষাপণ দণ্ডঃ।

সগুণ ব্রাহ্মণের উপর মারামারি নিমিত্তে যদি নির্গুণ ব্রাহ্মণে হস্ত উঠায় তবে রাজাতে ১০ কাহন দণ্ড দিতে হয়।

[উভাভ্যাং] ভ্রামিতে উভয়ো [র্দণ্ডঃ]

এবঞ্চ সমান ব্রাহ্মণে যদি এক জনার উপর আরেক জনায়ে প(র)-স্পর অস্ত্র ভ্রমায় তবে উভয়েহি রাজাতে ৩১।০ একত্তিস কাহন চাইর পণ ২ দণ্ড দিতে হয়।

ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পাণিং প্রহরন্ শূদ্রঃ পাণিচ্ছেদন-দণ্ড্যঃ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়।

কোপাৎ পাদেন প্রহরন্ পাদচ্ছেদন দণ্ড্যঃ।

শূদ্রে যদি ক্রোধত পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তবে তাহার পাদ ছেদন করিতে হয়।

সহাসনে বসন্ শূদ্রঃ কট্যাং কৃতচিহ্নঃ রাজ্যান্নিঃসার্য্যঃ অথবা(স্য) . নিতম্বসমীপমাংস খণ্ডং কর্ত্তয়েৎ

ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈসে তবে(তাহার কটিদেশ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে অথবা) তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয়।

কোপাৎ প্রহারার্থং ভ্রূকু-ট্যা মুখং বিস্তারয়তঃশূদ্রস্য দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্তে যদি ভ্রূকুটী মুখ বিস্তার করে তবে তাহার দুইয় ঠুট ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি মূত্রমুৎসৃজতঃ শূদ্রস্য লিঙ্গং ছেদয়েৎ।

শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রস্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণোপরি পুরীষোৎসর্গে গুদং ছেদয়েৎ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠা ক্ষেপণ করে তবে তার গুদ ছেদন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণস্য কেশেষু পাদয়োর্ব্বা গ্রীবায়াং বা অণ্ডকোষে বা কোপাৎ শূদ্রস্য গৃহ্নতঃ হস্তৌ ছেদয়েৎ।

শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে কিম্বা গ্রীবাতে ধরে কিম্বা পায়েতে ধরে কিম্বা অণ্ডকোশেতে ধরে (তবে তাহার উভয় হস্ত ছেদন করাব।)

যুগপদ্বাদে পথি তুল্যগমনে চ শয্যাসনয়োঃ সহোপবেশনে বা তাড়নরূপদণ্ডঃ।

ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য হৈয়া বাদ করে যে শূদ্রে কিম্বা পথে যাইতে সমান হৈয়া গমন করে যে শূদ্রে কিম্বা এক সমান সয্যাতে শয়ন করে যে শূদ্রে কিম্বা এক সমান আসনেতে বৈশে যে শূদ্র তাকে রাজা বেত দিবেন।

চর্ম্মভেদে সর্ব্বত্র সার্দ্ধদ্বিশতপণাঃ।

সমান ব্যক্তিয়ে মারণেতে যদি চর্ম্ম ভেদ হয় তবে রাজাতে ১৫৷৷৵ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

[মাংস]ভেদে পঞ্চশতপণাঃ।	সমান ব্যক্তিয়ে মারণেতে যদি মাংসভেদ হয় তবে রাজাতে ৩১।০ একত্রিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।
অস্থিভেদে সহস্রপণাঃ।	সমান ব্যক্তিয়ে অস্থিভেদ করিলে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।
কর্ণনাসাকরদন্তাঙ্ঘ্রিভেদে পঞ্চশতপণাঃ।	কর্ণ কিম্বা নাসিকা কিম্বা দন্তাদি ভেদ করিলে রাজাতে ৩১।০ একত্রিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।
তেষাং পতনে দ্বিগুণঃ	উপরে যে সকল লিখা গিয়াছে ভেদের কথা ইহাতে যদি ঐ সকলের পতন হয় তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।
মারণে মারণং	মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাহাকেহ রাজা প্রতিবদল শূলাদি দ্বারা মারিতে হয়।
কৃতাপরাধেপি রাজনি কৃতপ্রহারং শূলমারোপ্যাগ্নৌ পচেৎ।	কৃতাপরাধী যে রাজা তাকেহ যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব।

ব্রাহ্মণেতরবিষয়মেতৎ। ব্রাহ্মণের মারণান্তিক শাস্তি নাই।

সবর্ব পাপেষ্ববস্থিতমপি ব্রাহ্মণং কদাচিদপি ন হন্যাৎ। সর্ব্ব পাপযুক্ত যে ব্রাহ্মণ তাহা- কেহ বধ করিতে পারে না।

ভার্য্যাপুত্রদাসশিষ্যকনিষ্ঠা- [দয়শ্চেৎ] কৃতাপরাধা স্তান * * * রজ্জ্বাবন্ধনে- * * * অতিসূক্ষ্ম- * * * খ্যাতেন * * তাদৃশ * * [তাড়] নং কুর্য্যাৎ। ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস ও শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদর এই সকলে অপরাধ করিলে রজ্জ্বাদি বন্ধন করিয়া বাসের সূক্ষ্ম ২ কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়না করিতে পারে এহাতে রাজ- দণ্ড নাই।

শিরসি তাড়নং কদাপি ন কুর্য্যাৎ শিরসি প্রহরন্ চৌর- বৎ * * প্রাপ্নোতি। কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চৌরের প্রায় রাজদণ্ড দিতে হয়।

মহিষাদীনাং কুক্কুরাদীনাঞ্চ স্বামী শক্তোপ্যেতান্ অবা- রয়ন্ সার্দ্ধদ্বিশতপণদণ্ড্যঃ। মহীষাদি ও কুক্কুরাদির স্বামী সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তির উপর মহিষাদি ও কুক্কুরাদি রুষিতে যদি বারণ না করে তবে ১৫॥৵০ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

* * * ত্যুক্তেপি যদি ন রক্ষেৎ তদা পঞ্চশতপণদণ্ড্যঃ। দূরকর ২ এমত বলিতেহ যদি মহিষাদিও কুক্কুরাদির স্বামীয়ে আসিয়া বারণ না করে ত(বে) রাজাতে ৩১।০ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।

বাক্‌পারুষ্যাদিনা নীচো যদি সন্তমভিলজ্ঘয়েৎ তদা নীচং স এব তাড়য়ন্ রাজ-দণ্ড্যো ন ভবতি।

নীচলোকে যদি [উত্তমব্যক্তিকে] বাক্যদ্বারা অধিক [বলে এহাতে নীচ লোককে যদি উত্তম ব্যক্তিয়ে] হস্তদ্বারা [তাড়না করে তবে রাজ] দণ্ড্য হয় না।

সম্পূর্ণঃ

জানা কর্ত্তব্য কোন ২ ব্যক্তিকে চৌর বলা যায় তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন।

চৌরৈঃ সহমিলনখনিত্রাদি চোরিতদ্রব্যানামন্যতমেনাপি চৌরমবধার্য্য রাজা চোরিত-দ্রব্যং স্বামিনে দাপয়িত্বা শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং গৃহ্নীয়াৎ।

চোরের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ করে যে কিম্বা যাহার পাশ চোর কর্ম্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার পাশ চোরিত দ্রব্য পাওয়া জায় সেই চোর হয়। এই এই চিহ্নদ্বারা চোরকে অবধারণ করিয়া রাজাকে সপ্রমাণ দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য দেওয়াইয়া চোরকে যথাশাস্ত্র [দণ্ড করি] বেন ।

চৌরাণাং নিগ্রহে পরমং যত্নং কুর্য্যাৎ। [চৌর-] নিগ্রহাদ্ যশো বর্দ্ধতে।

চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করিবেন চোরের নিগ্রহতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব।

চৌরা দ্বিবিধাঃ প্রকাশা অপ্রকাশাশ্চ। চোর দুই প্রকার হয় প্রকাশ চোর ও অপ্রকাশ চোর।

[তত্র] প্রকাশচৌরা বণিগাদয়ঃ। কপট তোল করে যে বণিগাদি সেই প্রকাশচৌর।

অপ্রকাশচৌরাঃ সন্ধি[চৌরাদয়ঃ]। সন্ধানাদি দ্বারা চৌরি করে যে সেই অপ্রকাশচৌর।

[জানা কর্ত্তব্য] কপট তোল করি ও কপট গণা করি ও কপট লেখ্য [দ্বারা] ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া পুত্রদারাদিকে প্রতিপোষণ [করে যে] ব্যক্তি ঐ ২ ব্যক্তিরায়ে কত হ্রাসেতে কি দণ্ড হবে তাহা [নিরূপণের] নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র [বাহাদুরের] হজুর কৌশল হৈতে বিবাদ দর্পণ গ্রন্থানুসারে [দেববাণী ও] ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন ইতি।

[যে কপট তো] লনেন কপটলেখ্যেন কপটগণনেন অর্থস্য বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং বণিজঃ পরিবারান্ পুষ্ণন্তি। কপট তোলও কপটগণন ও কপট লেখ্য এই সকল দ্বারা ধনের বৃদ্ধিও হ্রাস করিয়া পুত্র দারাদিগকে প্রতিপালন করে যে ব্যক্তি।

যঃ কপটতুলাদিনা পরদ্রব্যাষ্টমাংশমপহরতি সপণ- যে ব্যক্তিয়ে কপট তোলদ্বারা দ্রব্যের অষ্টম ভাগের এক ভাগ হরণ

শতদ্বয়দণ্ড্যঃ

করে সে রাজাতে ১২॥০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়।

যস্তু নবমাংশমপহরতি স পঞ্চবিংশতিপণন্যূনপণশতদ্বয়ং দণ্ডং দদ্যাৎ।

নবম ভাগের এক ভাগ হরণ করিলে রাজাতে ১০৸৶০ দশ কাহন পনর পণ দণ্ড দিতে হয়।

দশমাংশহরণে পঞ্চাশৎপণন্যূনপণদ্বিশতং দণ্ডঃ।

দশমাংশ হরণ [করিলে * * ৯।৵০ নও কাহন [ছয় পণ] রাজাতে দণ্ড দিতে হয়।

একাদশাংশহরণে পঞ্চপণাধিকসপ্ততিপণন্যূন পণদ্বিশতং।

একাদশাংশ হরণেতে [৮।৶ অ] ষ্ট কাহন সাত পণ দণ্ড দিতে হয়।

("৭৸/ সাত কাহন তের পণ" এই পাঠ হওয়া উচিত বোধহয়। ২০০ + ৫ − ৭০ = ১৩৫পণ হইলেও ২০০ − (৭০ + ৫) = ১২৫ পণই সংস্কৃতাংশের সঙ্গত অর্থ। দণ্ডানুপাতেও ইহাই উপলব্ধ হয়।)

দ্বাদশাংশহরণে পণশতং দণ্ডঃ।

দ্বাদশাংশ হরণেতে রাজাতে ৬।০ ছয় কাহন দণ্ড দিতে হয়।

ত্রয়োদশাংশহরণে পঞ্চপণাধিক সপ্ততিপণাঃ।

ত্রয়োদশাংশ হরণেতে ৪॥৶ চারি কাহন এগার পণ রাজাতে দণ্ড দিতে হয়।

চতুর্দ্দশাংশহরণে পঞ্চাশৎ পণাঃ।

চতুর্দ্দশাংশ হরণে তে ৩৵০ তিন কাহন দুই পণ দণ্ড দিতে হয়।

পঞ্চদশাংশহরণে পঞ্চবিংশতি [প]ণাঃ।	পঞ্চদশাংশ হরণেতে ১॥/০ এক কাহন নও পণ দণ্ড দিতে হয়। এই ক্রমে অধিকাংশ হরণেতে অধিক দণ্ড দিতে হয়।
যস্তু সপ্তমাংশমপহরতি তস্য পণদ্বিশতোপরিপঞ্চবিংশতিপণবৃদ্ধিঃ।	সপ্তমাংশ হরণেতে ১৪/০ চৌদ্দ কাহন একপণ দণ্ড দিতে হয়।
ষষ্ঠাংশহরণে পণদ্বিশতোপরি পঞ্চাশৎপণবৃদ্ধিঃ।	ষষ্ঠাংশ হরণেতে ১৫॥৵০ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।
পঞ্চমাংশহরণে পণদ্বিশতোপরি পঞ্চসপ্ততিপণবৃদ্ধিঃ।	পঞ্চমাংশ হরণেতে ১৭৶০ সতর কাহন তিন পণ দণ্ড দিতে হয়।
চতুর্থাংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি শতপণবৃদ্ধিঃ।	চতুর্থাংশ হরণ করিলে ১৯৷০ উন্নইস্ কাহন বারপণ দণ্ড দিতে হয়। (শুদ্ধপাঠ ১৮৷০ আঠার কাহন বার পণ হইবে।)
তৃতীয়াংশহরণে পণদ্বিশতোপরি পঞ্চবিংশতিপণাধিকশতপণবৃদ্ধিঃ।	তৃতীয়াংশ হরণ করিলে ২১।/০ একইস্ কাহন পাচ পণ দণ্ড দিতে হয়। (শুদ্ধপাঠ ২০।/ বিশ কাহন পাঁচ পণ হইবে।)
দ্বিতীয়াংশহরণে পণদ্বিশতোপরি পঞ্চাশৎপণাধিকশতপণবৃদ্ধিঃ।	দ্বিতীয়াংশ হরণ করিলে ২২৷৵০ বাইস কাহন চৌদ্দপণ দণ্ড দিতে হয়। (শুদ্ধপাঠ ২১৷৶ একইস্ কাহন চৌদ্দ পণ।)

এবঞ্চ চোরিতদ্রব্যমষ্টধা বিভজ্যাষ্টমাংশঃ নবধা বিভজ্য নবমাংশ ইত্যাদি ক্রমেণ বোধ্যঃ।

চোরিত দ্রব্যকে অষ্ট ভাগ করিয়া প্রতিভাগেতে যাহা হয় এই এক ভাগকে পুনশ্চ নবমাংশ ও দশমাংশ ইত্যা(দি)ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে হয়।

(অনুবাদ দুর্ব্বোধ ও অবিশুদ্ধ)

জানা কর্ত্তব্য তাম্রাদি ঔষধ দ্বারা সুবর্ণ করি বিক্রী করিলে এবং কুক্কুরাদির মাংস হরিণাদির মাংস করি বিক্রী করিলে এবং অল্পমূল্য দ্রব্য যদি বঞ্চনা করি বহুমূল্য বিক্রী করিলে যাহা দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দে(ব)বাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন ইতি।

অসুবর্ণস্য ঔষধাদি যোগাৎ সুবর্ণত্ব ভ্রম মুৎপাদ্য যঃ ক্রয়াদিব্যবহারং করোতি।

য শ্চাশ্বাদিমাংসং হরিণাদি মাংসত্বেন প্রকাশ্য বিক্রীণীতে স নাসাদন্তকরশূন্যঃ করণীয়ঃ পণসহস্রদণ্ড্যশ্চ।

সুবর্ণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাতে ঔষধাদি কোন লগাইয়া সুবর্ণের সমান করিয়া সুবর্ণ হেন ভ্রম জন্মাইয়া এবং কুক্কুরাদির মাংসকে হরিণাদির মাংস হেন প্রকাশ করিয়া বিক্রয়াদি ব্যবহার করে যে ব্যক্তি তাহার নাসা ছেদ ও হস্ত ছেদ ও দন্ত শূন্য করিয়া ৬২৷৷৹ (সাড়ে বাসইট কাহন) রাজা দণ্ড লৈতে হয়।

(অনুবাদে 'কুক্কুরাদির' স্থলে 'অশ্বাদির' হওয়া উচিত ছিল। অথবা সংস্কৃতাংশে 'যশ্চাশ্বাদিমাংসং' স্থলে 'যশ্চ শ্বাদিমাসং' হওয়া উচিত ছিল।)

[অল্পমূল্য] দ্রব্যং গৃহীত্বা [বহুমূ]ল্যত্বং প্রকাশ্য [যে স্ত্রীবাল]কান্ বঞ্চয়ন্তি তেঽ-র্থানুরূপতো দণ্ড্যাঃ।

অল্পমূল্য দ্রব্য আনীয়া যদি বহু-মূল্য দ্রব্য হেন প্রকাশ করিয়া স্ত্রী ও বালককে বঞ্চনাকরিয়া স্ত্রী ও বালকে-তে বিক্রয় করে তবে মূল্যানুরূপ অর্থাৎ যত টাকার দ্রব্য হয় তত টাকা রাজাতে দণ্ড দিতে হয়।

ঔষধাদীনাং যোগাদ্ধে-মাদিকং কৃত্রিমং কৃত্বা যে বিক্রীণন্তি তে ক্রেত্রে মূল্যং দত্ত্বা মূল্যদ্বিগুণং দণ্ডং রাজনি দদ্যুঃ।

ঔষধাদি দিয়া সুবর্ণাদিতে কৃত্রিম জন্মাইয়া যেই ব্যক্তিয়ে বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিয়ে ক্রয়কর্ত্তাতে মূল্য ফিরৎ দিয়া রাজাতে মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়।

শুদ্ধসুবর্ণে নক্তন্দিবমগ্নৌ ধ্মায়মানে ক্ষয়ো ন ভবতি।

এক রাত্রি ও এক দিবস কাল ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে কিঞ্চি-ন্মাত্র ক্ষীণ না হয় যে সুবর্ণ তাকেহি শুদ্ধ সুবর্ণ জানিবা।

তথা রজত পলশতে পলদ্বয়-মেব।

এক রাত্রি দিবা ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে শত পলে দুই পল ক্ষীণ হয় যে রজতেতে তাকেহি শুদ্ধ রজত বলি।

তথা তাবতি ত্রপুষি রঙ্গে সীসে বা পলাষ্টকমেব।	পিতল ও রাঙ্গ ও শীশা [এক রা]ত্রি দিবা ব্যাপক অগ্নি[তে দাহ] করিলে যদি অষ্ট পল [ক্ষীণ হ]য় তবেহি শুদ্ধ জানিবা।
তথা তাবতি তাম্রে পল পঞ্চকং।	শত পণ তাম্রেতে পাঁচ পল ক্ষীণ হয়।
তাদৃশে লৌহে দশ পলানি ক্ষীয়ন্তে।	শত পণ লৌহেতে দশ পণ যদি ক্ষীণ হয় তবেই [শুদ্ধ] লোহা।

জানা কর্ত্তব্য অপ্রকাশ চোর অর্থাৎ সিংহদিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চোরি করে যে ব্যক্তিয়ে তাহার কি ২ দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হইতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি।

খননং কৃত্বা গৃহং প্রবিশ্য যে চৌরা শ্চৌর্য্যং কুর্ব্বন্তি রাজা তেষাং হস্তৌ ছিত্ত্বা তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ।	খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চৌরি করে যে ব্যক্তি এমত চোর-কে রাজায় হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণশূলেতে প্রবিষ্ট করেন।

[উত্তম পুরুষা]ণাং না[রীণাং মরক]তাদিরত্নানাং [হ]রণে বধ্যঃ।

কুলীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও মরকত অর্থাৎ প্রস্তরাদি ও রত্ন এই সকলকে রাত্রিতে উপরের লিখিতানুসারে যদি চোরি করে তবে সেই বধ্য হয়।

মধ্যমপুরুষহরণে হস্তপাদৌ ছিত্ত্বা চতুষ্পথে স্থাপ্যঃ।

মধ্যম পুরুষকে যদি হরণ করে তবে রাজা তাহার হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া সেই চোর ব্যক্তিকে চতুষ্পথেতে রাখিবেন।

অধমপুরুষহরণে পণসহস্রদণ্ডঃ।

যদি অধম পুরুষকে হরণ করে তবে রাজাতে ৬২॥০ বাসইট কাহন আষ্ট পণ দণ্ড দিতে হয়।

অশ্বহর্ত্তারং হস্তপাদৌ কটিং ছিত্ত্বা প্রমাপয়েৎ।

ঘোটক হরণ করে যে ব্যক্তি তাহার হস্ত ও পদ ও কোটি ছেদ করিয়া মারিবেক।

গবোষ্ট্রগজাপহরণে একচরণাদিকঃ কার্য্যঃ।

গো ও অষ্ট্র অর্থাৎ উট ও গজ অর্থাৎ হস্থি এই সকলকে চোরি করিলে তাহার এক চরণ ছেদন করিবেক।

বিংশতিদ্রোণন্যূনধান্যাপহরণে তৎসমং ধান্যং স্বামিনি দদ্যাৎ তদেকাদশগুণঞ্চ রাজনি দণ্ডত্বেন দদ্যাচ্চ।

বিংশতি দ্রোণের [পরিমাণ] ধান্যের ন্যূন ধান্য [চোরি করিলে] ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ [ধান্য] দিয়া রাজাতে ঐ ধান্যের [একা]দশ গুণ ধান্যের মূল্য দণ্ড [দিতে] হয়।

ইতোধিকাপহরণে মারণীয়ঃ।

বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক ধান্য চোরি করিলে মারণীয় হয়।

সুবর্ণরজতাপহরণে শতপলাধিকে বধঃ।

সুবর্ণ ও রজত যদি শত পণের অধিক চোরি করে তবে সে মারণীয় হয়।

('পণের' স্থলে 'পলের' হইবে।)

ন্যূনে কর্ণচ্ছেদঃ।

উপরের লিখিত সুবর্ণ ও রজতের ন্যূন চোরি করিলে কর্ণ ছেদন যোগ্য হয়।

স্বল্পসুবর্ণরজতাপহরণে তাড়নং।

অল্প সুবর্ণ ও অল্প রজত চোরি করিলে তাড়না করিতে হয়।

কাষ্ঠভাণ্ডতৃণমৃণ্ময়বংশ-বংশোদ্ভবস্বল্পধান্যসূত্রাস্থিচর্ম্ম-শাকানাং সর্ব্বেষামল্পমূল্যানাঞ্চ হরণে মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দমঃ।

কাষ্ঠ ও বস্তুরক্ষণ ভাণ্ড ও তৃণ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত যাবদ্বস্তু ও বাস ও বংশোদ্ভব যাবদ্বস্তু ও অল্প ধান্য ও সূত্র ও অস্থি ও চর্ম্ম ও শাক এই সকল ও অল্পমূল্য যাবদ্বস্তু তাকে চোরি করিলে রাজাকে ঐ দ্রব্য মূল্যের পঞ্চগুণ দণ্ড দিতে হয়।

* * [কৃৎস্ন] বেদাধ্যেতৃ-[ব্রাহ্মণস্য] তৃণ কাষ্ঠ পুষ্প-[ফল হ]রণে হস্তচ্ছেদঃ।

বেদাধ্যেতৃ ব্রাহ্মণের তৃণ কাষ্ঠ ও পুষ্প ফল এই সকল চোরি করিলে হস্ত ছেদন করা হয়।

চৌরাপহৃতং ধনং ধনিকে দাপয়িত্বা দণ্ডঃ কার্য্যঃ।	রাজা চৌরকে আনাইয়া ধনিকের ধন দেওয়াইয়া উচিত দণ্ড করিবেক।
ব্রাহ্মণস্যাবমান(ন)মেব বধঃ.	যদি ব্রাহ্মণ চোর হয় তবে তাহাকে অপমান করিব। ব্রাহ্মণের যে অপমান সেই বধের তুল্য।
মধ্যবিধব্রাহ্মণচৌরস্য ললাটে ভগাদি চিহ্নং কৃত্বা রাজ্যান্নিঃসারয়েৎ।	মধ্যম ব্রাহ্মণে যদি চৌরি করে, তবে তাহার ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া রাজ্য হৈতে বাহির করিবেক।
চোরিতত্বেন জ্ঞাতানাং দ্রব্যাণাং ক্রেতা রক্ষিতা গোপনকর্ত্তা চৌরসমদণ্ড্যঃ।	চোরিত দ্রব্য হেন জানিয়া যেই ব্যক্তিয়ে ক্রয় ও রক্ষণ ও গোপন করে সেই চৌরসমানদণ্ড্য হয়।

জানা কর্ত্তব্য অকস্মাৎ কর্ম্ম করে যে ও বল করি কর্ম্ম করে [যে ও দর্প] করি কর্ম্ম করে যে তাহার দণ্ড কি হবে তাহা নিরূপণের [নিমিত্ত] এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ (পহিলা) বৈশাখ জারী করিলেন ইতি।

সহসা বলেন দর্পিতৈর্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে তৎসাহসং।

অকস্মাৎ যে কর্ম্ম করে ও বল-দ্বারা কর্ম্ম করে যে ও দর্পদ্বারা কর্ম্ম করে যে তাহার নাম সাহস।

প্রথমমধ্যমোত্তমভেদাৎ তৎ ত্রিবিধং।

সেই প্রথম মধ্যম উত্তম ভেদে তিন প্রকার হয়।

লাঙ্গলসেতুপুষ্পমূলফলেষু চোরিতেষু সাহসেন বিনাশিতেষু বা তেষাং মধ্যে অল্পমূল্যেষু পণশতং।

লাঙ্গল ও সেতু পুষ্প ও মূল ও ফল এই সবের মধ্যে অল্পমূল্য যেই যেই দ্রব্য হয় তাহাকে যদি সাহসাদি দ্বারা চোরি করে অথবা বিনাশ করে তবে রাজাতে ৬।০ সয়া ছয় কাহন দণ্ড দিতে হয়।

সেতুক্ষেত্রাদিবহুমূল্যেষু তদ্দ্রব্য-সমধনদণ্ডঃ।

সেতু ও ক্ষেত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য যদি চোরি করে অথবা নাশ করে তবে সেই দ্রব্যের সমান দণ্ড দিতে হয়। সেতু পুল ইতি খ্যাতঃ ক্ষেত্রাদি ভূম্যাদি।

[পশুবস্ত্রা] ন্নপানশিলা-[পট্টাদৌ] অল্পমূল্যে পণ শতদ্বয়ং।

পশু ও বস্ত্র ও অন্ন পানীয় দ্রব্য শিলা পট্টাদি এই সকলের মধ্যে অল্প মূল্য যেই যেই দ্রব্য তাহাকে নাশ করে ও চোরি করিলে রাজাতে ১২॥০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়।

বহুমূল্যে তদ্দ্রব্যসমধনং দণ্ডঃ।	বহুমূল্যের যেই যেই দ্রব্য [যদি] চোরি করে কিম্বা নাশ করে তবে রাজাতে সেই দ্রব্যের সমান মূল্য দণ্ড দিতে হয়।
স্ত্রীপুংহেমরত্নদেববিপ্রধন-কৃমিকোষোদ্ভববস্ত্রবিশেষেষু মূল্যসমদণ্ডঃ।	স্ত্রী ও পুরুষ ও হেম ও রত্ন ও দেববিপ্রধন ও কৃমি ও কোষোদ্ভব অর্থাৎ তসরাদি বস্ত্র ও পট্টবস্ত্রাদি ঐ সকল দ্রব্য চোরি করিলে রাজাতে ঐ দ্রব্যের সমান মূল্য দণ্ড দিতে হয়।
হীনপুরুষে দ্বিগুণদণ্ডঃ	হীনবর্ণপুরুষে যদি সাহস করি উপরের লিখিতানুসারে কর্ম্ম করে তবে রাজাতে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড দিতে হয়।
চৌরসংসর্গনিবৃত্ত[য়ে] তাড়নীয়ঃ স্যাৎ।	চোরের সংসর্গ নিবৃত্ত্যর্থ * * * যে হয় তাহাকে রাজা তাড়না করিতে হয়।
অথ প্রথমসাহসস্যাল্পধনে শতং মধ্যমধনে দ্বিশতং তদপেক্ষ্য কিঞ্চিদধিকে [সার্দ্ধদ্বি-] শতং . বহুমূল্যে তন্মূল্যসমং মধ্যমসাহসস্য পঞ্চশতং ত-	উত্তরোত্তর ক্রমে অধিক [অপরাধ] করিলে উত্তরোত্তর ক্রমে দণ্ডও অধিক হয়। তদ্‌যথা ১৫৷৵০ পনর কাহন দশ পণের ন্যূন ধন চোরি করিলে ৬৷০ সয়া ছয় কাহন দণ্ড

ত্রাপি ক্রিয়াভেদো বিবক্ষণীয়ঃ ॥

১৫৷৷৵০ পনর কাহন দশ পণ চোরি করিলে ১২৷৷০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড তদপেক্ষাত কিঞ্চিৎ অধিক ধন চোরি করিলে ১৫৷৷৵০ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড এতদপেক্ষাত কিঞ্চিৎ অধিক ধন চোরি করিলে সেই ধনের তুল্য ধন দণ্ড এবং বহুমূল্য দ্রব্য হয় তবে তাহার মূল্যের সমান দণ্ড।

(এই অনুবাদ মুলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।)

জানা কর্ত্তব্য মাতাপিতা স্ত্রী ও পুত্র ঐ সকলকে ভরণ পোষণ না করিলে এবং ব্রাহ্মণেতে ও ক্ষত্রিয়েতে ও বৈশ্যেতে ও শূদ্রেতে বিষ্ঠাদিয়া কিম্বা সুরা ও লসুন ভোক্ষণকায এবং মোহন ও বশিকরণ ও উচ্চাটন ঐ সকল করাইবার উপদেশ করে যে এবং ব্রাহ্মণের ভেশ ধারণা করে যে শূদ্রে তাহার কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্ত এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন। ইতি

[সমর্থস্য] স্ত্রীপুত্রভরণপো-[ষণাকর]ণে ষট্‌শতপণা দণ্ডঃ।

সমর্থ থাকিয়া যেই ব্যক্তিয়ে মাতা ও পিতা ও স্ত্রী ও পুত্র এই সকলকে যদি ভরণপোষণ না করে

তবে সেই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৩৭॥০ সাড়ে সাত্তিস কাহন দণ্ড দিতে হয়।

বিষ্ঠাদিনা ব্রাহ্মণদূষণে শূদ্রস্য ষোড়শসুবর্ণদণ্ডঃ।	শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে রাজাতে ১৬ ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।
লশুনাদিকং ভোজয়িত্বা শত-সুবর্ণদণ্ডঃ।	শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণকে লসুনাদি ভক্ষণ করায় তবে রাজাতে ১০০ এক শত সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।
সুরাং পায়য়িত্বা বধ্যঃ।	সুরাপান করাইয়া যদি শূদ্র ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে রাজা ঐ ব্যক্তিকে বধ করিতে হয়।
বিষ্ঠাদিনা ক্ষত্রিয়ং দূষয়িত্বা অষ্টৌ সুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ।	এবং শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত্রিয়কে দুষ্ট করে তবে রাজাতে ৮ আষ্ট সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।
লশুনাদিনা পঞ্চাশৎ।	যদি লসুনাদি দ্বারা নষ্ট করে তবে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।
সুরয়া অঙ্গচ্ছেদঃ।	সুরাভক্ষণ করাইয়া যদি [ক্ষত্রিয়কে] দুষ্ট করে তবে রাজা [তাহার] অঙ্গ ছেদ করিতে হয়।
বিষ্ঠাদিনা বৈশ্যং দূষয়িত্বা চতুঃ সুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ।	বৈশ্যকে যদি শূদ্রে [বিষ্ঠাদি]দ্বারা নষ্ট করে তবে রাজাতে ৪ চাইর সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।

লশুনাদিনা পঞ্চবিংশতি-স্বুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ।	লস্থনাদি ভক্ষণ করাইলে রাজাতে ২৫ পঞ্চবিংশতি স্থবর্ণ দণ্ড দিতে হয়।
স্থরয়া অল্লাঙ্গচ্ছেদঃ।	স্থরা পান করাইয়া দুষ্ট করিলে অঙ্গুলী ছেদ করিতে হয়।
ইত্যুৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি বিষয়ং।	এই সব দণ্ড উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট ক্ষত্রি ও উৎকৃষ্ট বৈশ্যের হয়।
অন্যত্র দ্বিশতপণা দণ্ডঃ।	অন্যত্র এতাদৃশ কর্ম্ম করিলে ১২॥০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়।
এবং স্তম্ভনমোহনবশীকরণ-বিদ্বেষণোচ্চাটনমারণস্বরূপ-ষট্কর্ম্মস্বপি।	স্তম্ভন ও মোহন ও বশীকরণ ও উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ ও মারণ এই সব কর্ম্মের উদ্যোগ করে যে ব্যক্তি তাকে রাজা ১২॥০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়।
	(শুদ্ধ পাঠ "সে রাজাতে")
যজ্ঞোপবীতাদিবিপ্রচিহ্ন-ধারণেন জীবিকাং কুর্ব্বতঃ শূদ্রস্যাষ্টশতপণদণ্ডঃ।	যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করি ব্রাহ্মণের যেই ২ চিহ্ন তাকেহ ধারণ করিয়া যদি উপজীবিকা করে তবে সেই শূদ্রে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ কাহন দণ্ড দিতে হয়।

অভক্ষ্যস্য বিক্রয়িণঃ দেবপ্রতিমাভেদকস্য পণসহস্রদণ্ডঃ।

যাহার ভক্ষ্য যেই দ্রব্য না হয় সেই দ্রব্য যদি তাহার পাশ বিক্রয় করে এবং নির্ম্মিত দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গে তবে ঐ ব্যক্তি রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

বিষাগ্ন্যাদিনা পুরুষঘ্নীং সেতুভেত্রীঞ্চাগর্ভিণীং স্ত্রিয়ং শিলাং বধ্বা অপ্সু প্রবেশয়েৎ।

বিষ দ্বারা কিম্বা অগ্নি দ্বারা পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে কিম্বা সেতু অর্থাৎ পুল নষ্ট করে যেই স্ত্রীয়ে তাকে শিলা বান্ধিয়া জলেতে ক্ষেপণা করিবেক কিন্তু গর্ভযুক্তা হইলে জলে ক্ষেপণা করিবেক না।

পতিগুরুনিজাপত্যঘ্নীং কর্ণকরনাসৌষ্ঠশূন্যাং কৃত্বা গোদ্বারা প্রমাপয়েৎ।

স্বামী কিম্বা গুরু কিম্বা আত্মপুত্র এই সকলকে বধ করে যেই স্ত্রীয়ে তাহার কান নাসা ও হস্ত ও ওষ্ঠ অর্থাৎ ঠুট এই সকল ছেদন করিয়া গো দ্বারা মারিবেক।

শুদ্ধিচিন্তামণৌ স্ত্রীণাং বধাঙ্গচ্ছেদনিষেধঃ।

* *

কিন্তু শুদ্ধিচিন্তামণিকারের মতে স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারে নহি। কিন্তু শিরোমুণ্ডনাদি অপমান করিয়া দেশের বাহির করিব।

শিষ্যগা গুরুগা পতিঘ্নী নিন্দিতগা চ ত্যাজ্যা।

শিষ্যগামিনী ও গুরুগামিনী ও পতিঘ্নী অর্থাৎ পতিকেহ মারিয়াছে যেই স্ত্রীয়ে এই সকল স্ত্রীকেহ এতাদৃশ মতে দেশের বাহির করিব এবং নিন্দিতপুরুষগামিনী যে স্ত্রী তাকেহ এতাদৃশমতে দেশের বাহির করিব।

বিবাদনির্ণয়ে। ধান্যাদিলাভযুক্তভূমিগৃহসমূহগ্রাম-গোষ্ঠাদিনানাবিধশস্যযুক্তখলসংজ্ঞকস্থানদাহকা রাজপত্ন্যভিগামীচ বীরণপত্রাগ্নিনা দগ্ধব্যাঃ। বীরণং বিন্না ইতি খ্যাতং।

বিবাদনির্ণয়েতে লিখিয়াছেন ধান্যাদি শস্যযুক্ত যে ভূমি ও গৃহসমূহ ও গ্রাম ও গোষ্ঠাদি ও নানাবিধ শস্যখলা নাম এই সকলেতে অগ্নি দিয়া দাহ করে যে ব্যক্তি এবং রাজপত্নীতে অভিগমন করে যে ব্যক্তি তাকে বীন্নাপত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিবেক।

সম্পূর্ণ।

জানা কর্ত্তব্য যেই ২ খানে বধ ও হস্তাদিচ্ছেদন তাহার প্রতিনিধি দণ্ড কি দিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি।

বধপ্রতিনিধিদণ্ডঃ সুবর্ণ-শতং।

বধ যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ১০০৲ শত সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে ঐ ব্যক্তিকে বধ করাবেন্ না।

অঙ্গচ্ছেদপ্রতিনিধিঃ পঞ্চাশৎ।

অঙ্গচ্ছেদন যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ৫০৲ পঞ্চাশৎ সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে অঙ্গ ছেদ করাবেন্ না।

রাজ্যাদ্ বহিরঙ্কণপ্রতিনিধিঃ পঞ্চবিংশতিঃ।

রাজ্য হৈতে বাহির করিবার যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ২৫৲ পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে বাহির করিবেন না।

জানা কর্ত্তব্য নিরপরাধিকে অপরাধি বলিয়া বান্ধিলে এবং অপরাধি ব্যক্তিকে ছাড়িলে অন্যের শরীরেতে শস্ত্র-পাতন মাত্রেতে এবং স্ত্রীর গর্ভনাশ করিলে যেই যেই দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন।

নিরপরাধং যো বধ্নাতি যশ্চ-সাপরাধং মুঞ্চতি স পণ-

নিরপরাধি ব্যক্তিকে যদি অপ-রাধি হেন বলিয়া বান্ধে এবং অপ-

সহস্রদণ্ডার্হঃ।	রাঁধি ব্যক্তিকে পাইয়া যে ছাড়ে এই এই দুই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।
কূটপ্রমাণেন কূটমুদ্রয়া বা যঃ কার্য্যং সাধয়েৎ স পণসহস্রদণ্ডার্হঃ। ইদন্ত্বল্পাপরাধবিষয়ং।	কূট প্রমাণ অর্থাৎ মিথ্যা লেখ্য পত্র করিয়া ও কূট মুদ্রা অর্থাৎ মিথ্যা মহর বানাইয়া কার্য্যোদ্ধার করে যে ব্যক্তি সেই রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়। কিন্তু সেই দণ্ড অতি অল্প বিষয়েতে করিতে হয়
পরদেহে শস্ত্রপাতনমাত্রে ব্রাহ্মণীতরগর্ভপাতনে চ পণসহস্রং।	অন্যের শরীরেতে অস্ত্র দ্বারা অল্পক্ষত করিলে এবং ব্রাহ্মণী ভিন্না যে স্ত্রী যদি উহার গর্ভ নষ্ট করে তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।
পরিশ্রমজননেন ঔষধপ্রয়োগেণ প্রহারেণ বা গর্ভপাতনে প্রথমমধ্যমোক্তমসাহসদণ্ড্যাঃ।	যদি গর্ভিণী স্ত্রীকে পরিশ্রম করাইয়া গর্ভ নষ্ট করে তবে ১৫॥৵০ পনর কাহন দশ পণ এবং যদি ঔষধাদির যোগ করাইয়া গর্ভ নষ্ট করে তবে ৩১।০ সয়া একত্তিস কাহন এবং যদি প্রহার দ্বারা গর্ভ নষ্ট করে তবে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

অকৃতামপি রাজাজ্ঞাং কৃতাং কৃত্বা যঃ প্রকাশয়তি রাজাজ্ঞাং খণ্ডয়তি বা কূটপ্রস্তরাদিনা তোলয়তি বা তস্য মারণমঙ্গচ্ছেদো বা। অপরাধস্যোৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাময়ং বিকল্পঃ।	রাজায়ে যে বিষয়ের আজ্ঞা না দিয়াছেন সেই বিষয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন হেন বলিয়া যে প্রকাশ করে ও যে ব্যক্তিয়ে রাজাজ্ঞা খণ্ডন করে ও যে ব্যক্তিয়ে কূট প্রস্তরাদি অর্থাৎ অল্পশিলাদ্বারা তোল করিয়া অধিক বানায় এই সকল ব্যক্তির মারণরূপ দণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড করিবেক কিন্তু এই দণ্ড বিষয় বুঝিয়া করিতে হয়।

ইতি সম্পূর্ণঃ।

জানা কর্ত্তব্য এক ব্যক্তিয়ে অন্য ব্যক্তিকে প্রকাশিত মতে বধ করিলে এবং অপ্রকাশিত মতে বধ করিলে যাহা দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখে জারী করিলেন।

প্রকাশবধকাশ্ছলেন নির্জনস্থানং নীত্বা বা বধকা যে তেষামঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বকমারণং।	প্রকাশ করি বধ করে যে ব্যক্তি ও অপ্রকাশ করি বধ করে যে ব্যক্তি এই দুই ব্যক্তিকে রাজায়ে অঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক মারিবেক।

তাদৃশবধকস্তু ব্রাহ্মণস্য শিরো মুণ্ডয়িত্বা ললাটে ভগাঙ্কং দত্ত্বা গর্দ্দভেন পুরাৎ বহিষ্করণং দণ্ডঃ।	কিন্তু এতাদৃশ বধক যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে বধ করিতে পারে না কিন্তু শিরোমুণ্ডন করাইয়া ললাটে ভগাঙ্ক করাইয়া গর্দ্দভেতে চড়াইয়া পুরী হৈতে বাহির করিব।

জ্ঞানা কর্ত্তব্য অন্যের স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে ঐ ব্যক্তির কি দণ্ড হইবে এবং অন্যের স্ত্রীরে জাইয়া যদি মোহ জন্মায় তবে কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হইতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণী ও ভাষাতে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন।

পরস্ত্রিয়া সহ নির্জ্জনে রাত্র্যাদৌ প্রতিসন্ধানপূর্ব্বকমবস্থিতিঃ চিত্তাকর্ষণরূপসম্ভাষণঞ্চ এক * * * * ক্রীড়াচু [স্বনালিঙ্গনা] নিচ। [পরস্ত্রি] য়া সহ (ঈদৃশ) মৈথুনানুকূলসম্ভাষণে প্রথমসাহসদণ্ডঃ।	অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতিসন্ধান করিয়া [নির্জ্জন] স্থানেতে নিয়া কিম্বা [রাত্র্যাদি] কালেতে অবস্থিত হইয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ব্যক্তি ও অন্যের স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুন করে যে এই ব্যক্তিরা রাজাতে ১৫।।৵০ পনর কাহন দশ পণ দণ্ড দিতে হয়।

("মৈথুনানুকূলসম্ভাষণে" ইহার অনু-
বাদ ঠিক্ হয় নাই।)

পরদারাভিমর্ষিণো ব্রাহ্মণেতরান্ ত্রীন্ কর্ণনাসাদিচ্ছেদনরূপদণ্ডং কৃত্বা প্রবাসয়েৎ।

ব্রাহ্মণাতিরিক্ত যে তিন বর্ণ সে যদি পরদার করে তবে তাহার কর্ণ ও নাসাদি ছেদন করিয়া বাহির করাইব সমান বর্ণেতে এতাদৃশ দণ্ড।

ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং শূদ্রাং বা ব্রাহ্মণো গত্বা পঞ্চশতপণদণ্ডার্হঃ।

ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিণী ও বৈশ্যানী ও শূদ্রানী গমন করে তবে রাজাতে ৩১।০ একত্রিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়।

রজকচর্ম্মকারাদিস্ত্রিয়ং গত্বা পণসহস্রং।

রজক অর্থাৎ ধুপা চর্ম্মকার অর্থাৎ চামারর স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণাদি গমন করে তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

ধনভ্রাত্রাদি সৌ[ন্দর্য্য] * * দর্পেণ যা পতিং * * ব্যভিচরতি তাং * * লোকমধ্যে কুক্কুরেণ খাদয়েৎ।

ধন ও ভ্রাতাদির ও সৌন্দর্য্য এই সবের গর্ব্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত [ব্যভিচা]র করে যেই স্ত্রী[য়ে এতাদৃশ] স্ত্রীকে রাজায়ে [লোকমধ্যে]তে আনাইয়া কুক্কুর দ্বারা খাবাইবেক।

অনন্মুরক্তায়াং দর্পেণাভি-গন্তারং তপ্তে লৌহময়ে শায়য়িত্বা দাহয়েৎ।

অনন্মুরক্তা অর্থাৎ মানে না যে স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগমন করে তবে তাহাকে অগ্নিমধ্যেতে লৌহময় পাত্রেতে শয়ন করাইয়া দাহ করাইবেক।

মারণনিযুক্তাঃ পুরুষাস্তত্র-কাষ্ঠং ক্ষিপেয়ুঃ।

মারণেতে নিযুক্ত যেই ২ পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ ক্ষেপণা করিবেক।

চণ্ডালাদিস্ত্রীগমনে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যৌ কৃতাশিরস্কপুরুষাঙ্কৌ প্রবাসয়েৎ।

ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে যদি চণ্ডালাদির স্ত্রী গমন করে তবে তাহার শরীরেতে মস্তক রহিত পুরুষ অঙ্কিত করাইয়া দেশ হৈতে বাহির করাব।

টীকা।

দণ্ড বিধিতে ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা।

কার্ষাপণ ও পণ—অশীতিভি র্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে। তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ"—পুরাণমিতি কার্ষাপণম্। ইতি রঘুনন্দনঃ। ১৬ বরাট অর্থাৎ কড়িতে ১ পণ, ১৬ পণে এক কার্ষাপণ বা কাহন। ইদানীং এক কাহনের মূল্য ।৹ চারি আনা কল্পিত হইয়া থাকে।

সুবর্ণ—"হেমোঽক্ষঃ। স অশীতিরক্তিকাপরিমিতস্বর্ণম্," ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ। ৮০ রতি অর্থাৎ ৵২ রতি ওজনের সোনা; ঐ পরিমিত সোনায়ই মোহর হইত।

পল—পলন্তু লৌকিকৈ র্মানৈঃ সাষ্টরক্তিদ্বিমাষকম্।
তোলকং ত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্।" অতএব দেখা যাইতেছে যে তিন তোলায় এক পল। আবার অমরকোষের মতে, "পলং কর্ষচতুষ্টয়ম্," অর্থাৎ ৪ তোলায় পল।

দ্রোণ—"অষ্টমুষ্টি র্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌচ পুষ্কলম্।
পুষ্কলানিচ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুরাঢ়কো ভবেদ্দ্রোণঃ।" অতএব ৮×৮×৪×৪×=১০২৪ মুষ্টিতে এক দ্রোণ। "৩২ শের ইতি লৌকিকমানম্" ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

পরিশিষ্ট

হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি—খ-পুঁথি (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

[গ্রামে]র নিকট কৃষি করিয়া যদি বেড়া না দেয় এহাতে যদি পালকের ইচ্ছাব্যতিরেকে গবাদি পশুযায়া শস্য নষ্ট করে তবে পালকের দোষ হয় নাহি জানিবা ॥ যদি এতেহ ইচ্ছা করিয়া পালকে নাশ করায় তবে তাহার চৌরের প্রায় দণ্ড জানিবা ॥ এবঞ্চ গ্রামাদির দুরতরস্থ কৃষিতে কদাচিৎ যায়া যদি গবাদিপশুয়ে পালকের ইচ্ছাব্যতিরেকে শস্য নষ্ট করে তবে পালকে রাজাতে /৫ দণ্ডদিয়া কৃষকে যদি * * শস্য পুরাইয়া লৈতে চায় তবে পুরিয়া দিতে হয় ॥ ক্ষেত্রিকে যদি [শস্য পুরা]ইয়া লৈতে চায় তবে গবাদি পশুয়ে নাশিত যে শস্য তাকে সর্ব্বত্রহু পুরিয়া দিতে হয় জানিবা কিন্তু গোয়ে নাশিত যে শস্য তাকে যদি কৃষকে পালকের পাশত ও কিম্বা স্বামীর পাশত পূরিয়া লয় তবে তাহার অন্নাদিকে দেবতা ও পিতৃলোক গ্রহণ করেন্ নাহি জানিবা ॥ যদি রাত্রিতে যেই পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিলে গবাদি পশু তৃপ্ত হয় তাবৎ ভক্ষণ করে তবে গবাদিপশুর স্বামিয়ে রাজাতে ১০দশ রাত্তি সবর্ণ দণ্ড দিতে হয় ॥ যদি দিবাভাগেতে তাদৃশ ভক্ষণ করে তবে ৬ ছয় রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয় ॥ দিবাতে মুহূর্ত্ত মাত্র ভক্ষণ করিলে ২ দুই রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড হয় ॥ এবঞ্চ রাত্রিতে ১০ দশ রাত্তির অনুসারে ৩। সোয়া তিন রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড যুক্তিক্রমে জানিবা ॥ কিন্তু গ্রাম সমীপস্থ কৃষিতে মুহূর্ত্ত মাত্র ভক্ষণেতে দণ্ডনাহি এবঞ্চ গবাদি পশুয়ে শস্য নষ্ট করিলে শস্য যা দণ্ড হয় তাকে স্বামিয়ে দিতে হয় রক্ষক ব্যক্তিয়ে বেত্রাদি দ্বারা

* * যাহা দণ্ড হয় তাকে দিতে হয়॥ এবং পশ্বাদির দণ্ড ও তাড়নাদি কিঞ্চিন্মামাত্র নাহি অজ্ঞান প্রযুক্ত জানিবা॥ মুহূর্ত্ত ন্যূন কাল গবাদি পশুয়ে শস্যাদি ভক্ষণ করিলে প্রতি গোয়েতে ।০ চাইরপণ দণ্ড ও প্রতি মহিষেতে ॥০ অষ্টপণ দণ্ড ও প্রতি ছগলেতে /০ একপণ দণ্ড ও প্রতি বাছুরিতে /০ একপণ দণ্ড জানিবা॥ পালক ব্যক্তি যদি রাজ গ্রস্ত হয় ও কিম্বা বজ্রহত হয় ও কিম্বা বৃক্ষাদি পতিত হয় ও কিম্বা ব্যাঘ্রাদিয়ে হত হয় ও কিম্বা অকস্মাৎ ব্যাধিপীড়িত হয় এমত কালেতে যদি গবাদি পশু যায়া অন্যের শস্য নষ্ট করে ইহাতে পালক ও স্বামী দোষী হয়নাহি জানিবা॥ পালকাসমর্পিত পশুয়ে শস্য নষ্ট করিলে স্বামিতে হি দণ্ডাদি সমস্ত জানিবা॥ হস্তি ও অশ্ব ও কাণপশু ও কুব্জ পশু ও সাড় বৃষ এই সকলে যদি শস্য নষ্ট করে তবে দণ্ড নাহি কিন্তু পালকের তাড়না বহুশস্য নষ্ট করিলে জানিবা ইতিতু যুক্তি সিদ্ধঃ॥ ইতি শস্য রক্ষা সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং। *। অথ বাক্ পারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা॥ পারুষ্য [দ্বিবিধ] বাক্য দ্বারা আক্রোশন ও হস্তাদি দ্বারা তাড়ন বাক্য দ্বারা যে আক্রোশন তাকে ভাষাতে গালাগালি বলি। হস্তাদি দ্বারা যে তাড়না তাকে ভাষাতে মারামারি বলে। অপ্রিয় বাক্যরূপ যে পারুষ্য সে তিন প্রকার হয়॥ প্রথম প্রকারের কথা॥ দেশ ও কাল ও কুল ও গুণ ও কীর্ত্তি ইত্যাদির অসত্য নিন্দা রূপ যে অপ্রিয় বাক্য তাকে প্রথম বাক্ পারুষ্য বলি এবঞ্চ যেই পাপ যেই ব্যক্তিতে নাই তাতে সেই পাপের মিথ্যা প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাক্‌পরুষ্য তাকেহ প্রথম বাক্ পারুষ্য বলি জানিবা॥ *॥ মধ্যম বাক্‌পারুষ্যের কথা। মাতাতেও ভগিনীতে মিথ্যা উপপাতক প্রকাশক বাক্যস্বরূপ যে বাক্‌পারুষ্য তাকে মধ্যম বাক্‌পারুষ্য বলি॥ *॥ উত্তম বাক্‌পারুষ্যের কথা। মিথ্যা মহাপাতক প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাক পারুষ্য তাকে উত্তম বাক্‌পারুষ্য বলি॥ *

লোকেতে ভৎর্সন সামান্যকেহি বাক্ পারুষ্য বলে। ভাষাতে যাকে গালী বলে তাহার নাম বাক্‌পারুষ্য জানিবা॥ প্রথম বাক্‌পারুষ্যেতে সমান বর্ণ দুইও ব্যক্তিতে ও অসমান বর্ণ দুইও ব্যক্তিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার কথা॥ জাতিতে ও গুণেতে তুল্য দুই ব্যক্তিয়ে যদি পরস্পর বাক্‌পারুষ্য করে তবে উভয়ের সমান দণ্ড হয় জানিবা॥ জাতিতে ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিয়ে ও জাতিতে গুণেতে ন্যূন ব্যক্তিয়ে যদি পরস্পর বাক্‌পারুষ্য করে তবে ন্যূনব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড জানিবা। উত্তম ব্যক্তির অর্দ্ধেক দণ্ড জানিবা॥ জাতিতে ও গুণেতে অধম ব্যক্তিকে যদি উত্তম ব্যক্তিয়ে বাক্‌পারুষ্য করে তবেহ অর্দ্ধেক দণ্ড হয় জানিবা। এবং অন্যের স্ত্রীকে ও উত্তম ব্যক্তিকে যদি অই ব্যক্তিয়ে বাক্‌পারুষ্য করে তার ত্রিগুণ দণ্ড জানিবা। আমী ভ্রান্ত হৈয়া অথবা অবধান না করিয়া অথবা প্রীতি প্রযুক্ত বলিয়াছি এমত আর কক্ষণ না বলিব পূর্ব্বে বাক্‌পারুষ্য করিয়া পশ্চাৎ যদি এমত বলে তবেহ অর্দ্ধেক দণ্ড দিতে হয়। উত্তম তুল্য ব্যক্তি দ্বয়ের পরস্পর আক্রোশন ও একেতে অন্যের আক্রোশন এহাতে ৸৴১০ তেরপণ দশগণ্ডা দণ্ড হয়॥ অধম ব্যক্তিতে যদি বাক্‌পারুষ্য করে তবে ।৶১৫ বুড়িকম সাতপণ দণ্ড হয়। উত্তম বক্তিতে আক্রোশন করিলে ১৷৶ এক কাহন এগারপণ দণ্ড হয়॥ হীন বর্ণ ব্যক্তি দ্বয়ে যদি পরস্পর আক্রোশ করে অথবা একেতে অন্যে আক্রোশ করে তবে ৸৹ বারপণ দণ্ড দিতে হয়। তদপেক্ষাত হীন বর্ণেতে আক্রোশ করিলে ।৶ ছয়পণ দণ্ড হয়। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে উত্তম বর্ণেতে আক্রোশ করিলে দণ্ডের দ্বিগুণাদি বৃদ্ধি এবঞ্চ উত্তর উত্তর ক্রমে হীন বর্ণেতে আক্রোশ করিলে দণ্ডের অর্দ্ধেকাদি হ্রাস যুক্তিক্রমে জানিবা॥ কাণ ও নপুংসক ও গুজা ইত্যাদিতে আক্রোশ করিলে ।৶ ছয়পণ দণ্ডহয়॥ ইতি প্রথম বাক্‌পারুষ্যের দণ্ড প্রকরণং॥ *॥ অথ মধ্যম বাক পারুষ্য দণ্ডঃ॥

মাতাও ভগিনীকে যে ব্যক্তিয়ে বলে তোমার যে মত বুদ্ধি হৈয়াছে এমত বুদ্ধিতে তোমী অপকৃষ্ট স্থানেতে যাবা এমত বাক্য দ্বারা মিথ্যা শংসন করিলে রাজাতে ১॥৴ দণ্ড দিতে হয়॥ এই অনুসারে মধ্যম বাক্য দ্বারা পারুষ্যেতে ব্যক্তি ভেদে দণ্ড জানিবা ইতি মধ্যম বাক্‌-পারুষ্য প্রকরণং॥ * ॥ অথ উত্তম বাক্‌পারুষ্যং। অতিশয় দোষ ঘটিত বাক্যদ্বারা যে ভৎসর্ন তাহার নাম উত্তম বাক্‌পারুষ্য জানিবা। ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে উত্তম বাক্‌পারুষ্য করে তবে রাজাতে ৬।০ দণ্ড দিতে হয়। এবং বৈশ্যে করিলে ৯।৵ দণ্ডঃ শূদ্রে করিলেহ ৯।৵ দণ্ড দিতে হয় এবঞ্চ বেত্রাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ তাড়নীয় হয়॥ ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিয়কে উত্তম বাক্‌পারুষ্য করে, তবে রাজাতে ৩৵ তিন কাহন দুইপণ দণ্ড দিতে হয়। বৈশ্যেতে করিলে ১॥৴ দণ্ডঃ। শূদ্রেতে করিলে ৸০ দণ্ড দিতে হয়॥ পাতিত্য কারক দোষ ঘটিত বাক্য দ্বারা পারুষ্যেতে যেই দণ্ড হয় তাহার কথা। ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিকে তাদৃশ আক্রোশ করে তবে ১৫॥৵ দণ্ড দিতে হয়॥ এবং বৈশ্য শূদ্রাক্রোশেতেহ এই অনুসারে হ্রসিত দণ্ড দিতে হয়॥ ক্ষত্রিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে এতাদৃ আক্রোশ করে তবে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয়। বৈশ্য ও শূদ্রে আক্রোশ করিলেহ এই অনুসারে দণ্ডের বৃদ্ধি জানিবা॥ আমী ধর্ম্ম কথা বলিতে পারি এবঞ্চ বেদের উদাহরণকরণেতে সমর্থঃ দর্প করিয়া শূদ্রে যদি এমৎ বলে কিম্বা ব্রহ্মণকে বৃহৎ পাপের মিথ্যাভিশাপ করে তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা॥ এবঞ্চ অত্যন্ত নিষ্টুর বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্রে ভৎসর্না করে এতেহ জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা॥ তোমী কিঞ্চিন্মাত্র না পঢ়িয়াছ এবঞ্চ তোমী পুণ্য স্থানীয় ব্রাহ্মণ না হয় এবঞ্চ তোমী দুশ্চর্ম্মা ব্রাহ্মণ এমত অসত্য বাক্য যদি দর্প করিয়া শূদ্রে ব্রাহ্মণকে বলে তবে ১২॥০ দণ্ড দিতে হয় জানিবা॥ স্বধর্ম্মেতে স্থিত যে রাজা

তাকে যদি বলাৎকারাদি দ্বারা শূদ্রে আক্রোশ করে তবে রাজায়ে তাহার জিহ্বা ছেদ করিয়া সর্ব্বস্বাহরণ করিবেন॥ রাজাকে নিষ্ঠুর বলে ও আক্রোশ করে ও কর্ণকর্ণিত বাক্য শত্রুতে প্রকাশ করে যে শূদ্রে তাকে জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া রাজ্য হৈতে বাহির করাবেন্ ইতি উত্তম বাক্‌পারুষ্যং ।। প্রথম বাক্‌পারুষ্য ও মধ্যম বাক্‌পরুষ্য ও উত্তম বাকপারুষ্যের প্রভেদ যথা। সামান্য দোষ সূচক বাক্য দ্বারা যে ভৎসর্ন তার নাম প্রথম বাক্‌পারুষ্য॥ মধ্যম দোষ সূচক বাক্য দ্বারা যে ভৎসর্ন তাহার নাম মধ্যম॥ বৃহৎ দোষ ও অতি বৃহদ্দোষ সূচক বাক্য দ্বারা যে ভৎসর্ন তাহার নাম উত্তম॥ ইতি বাক্‌পারুষ্য প্রকরণং সমাপ্তং॥ *॥ *॥ অথ দণ্ড পারুষ্য সংক্ষেপ ভাষা॥ ভাষাতে যাহার নাম মারামারি তাকেহি দণ্ড পারুষ্য জানিবা জাতি ও গুণেতে সমান ব্যক্তিতে ক্রোধ করিয়া যদি ভস্ম ও অঙ্গার ক্ষেপকরে ও কিম্বা কর তাড়না করে তবে রাজাতে ২ দুই রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। পর স্ত্রীতে যদি ক্রোধত এমত করে তবে ৪ চাই রাত্তি দণ্ড দিতে হয়। প্রধানা স্ত্রীতে যদি এমত করে তবে ৬ ছয় রাত্তি দণ্ডদিতে হয় এবঞ্চ জাতি ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্ম করে তবে ৪ চাইর রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। অতি প্রধান ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্ম করে তবে ৬ছয় রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়॥ যেই খানে মুনি সকলে দণ্ড নিরূপণ না করিয়াছেন তাতে অপরাধ বুঝিয়া যুক্তি দ্বারা দণ্ড কল্পিতে হয়॥ ব্রাহ্মণকে মারিতে যদি ব্রাহ্মণে হস্ত তুলে তবে ৴০ দণ্ড সকৃৎ হস্ত পাতনেতে ১॥০ দণ্ড সমান ব্যক্তি মাত্রেতে এই দণ্ড জানিবা॥ উত্ত জাতিতে অথবা উত্তম ব্যক্তিতে তাড়না করিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার কথা॥ উত্তমকে মারিতে যদি অধমে অস্ত্র উথাপন করে তবে ৬২॥০ দণ্ড হয়। এবঞ্চ সগুণ ব্রাহ্মণের উপর যদি নির্গুণ ব্রাহ্মণে মারণার্থ হস্তোত্থাপন করি ভ্রমণ করায় তবে ১০৲ কাহন

দণ্ড হয়। পাদ ভ্রমণ করায় তবে ২০৲ বিংশতি কাহন দণ্ড হয়। কাষ্ঠ ভ্রমণ করায় তবে ১৫৷৷৵ দণ্ড হয়॥ দুই ব্রাহ্মণে যদি দণ্ড পারুষ্য করিয়া অন্যোহন্যে হস্ত ও পদ যৎ কিঞ্চিৎ বিদারিত করে তবে পরস্পর ১২৷৷০ কাহন ও ১২৷৷০ কাহন দণ্ড দিতে হয়। সমান ব্রাহ্মণের উপর যদি ব্রাহ্মণে মারণার্থ অস্ত্র ভ্রমণ করায় তবে ৩১।০ কাহন দণ্ড হয়। এবঞ্চ পরস্পর ব্রামণেতে উভয়ের দণ্ড জানিবা॥ শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা। ক্রোধত পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদন রূপ দণ্ড জানিবা॥ ব্রাহ্মণের একাসনেতে এক কালী যদি শূদ্র বইসে তবে তাকে দাগদিয়া পূরি হইতে বাহির করিব অথবা নিতম্বদেশ সমীপের মাংস খণ্ড কর্ত্তন করিব। শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্ত যদি ভৃকুটি দ্বারা মুখ বিস্তার করে তবে তাহার উভয় ওষ্ঠ ছেদ করিব। শূদ্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাহ্মণের উপর প্রশ্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ কর্ত্তন করিব॥ যদি বিষ্ঠা প্রক্ষেপ করে তবে তাহার গুদ ছেদ করিব। শূদ্রে যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে ও কিম্বা গ্রীবাতে ধরে ও কিম্বা পায়েতে ধরে ও কিম্বা অণ্ডকোষেতে ধরে তবে তাহার হস্ত দ্বয় ছেদ করাব॥ ব্রাহ্মণেব সহিত তুল্য হৈয়া বাদ করে যে শূদ্রে ও পথে যাইতে তুল্য হৈয়া গমন করে যে শূদ্রে ও শয্যাতে আসনেতে একদা সকৃৎ উপবেশন করে শূদ্রে তাকে রাজা তাড়না করাবেন॥ মারনেতে যদি চর্ম্ম ভেদ হয় তবে ১৫৷৷৵ দণ্ড দিতে হয় যদি মাংস ভেদ হয় তবে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয় অস্থি ভেদেতে ৬২৷৷০ দণ্ড হয়। অল্পতর ভেদেতে এতাদৃশ দণ্ড যুক্তি ক্রমে হয় জানিবা॥ মারনেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাকেহ রাজা প্রতি বদল মারিতে হয়॥ কর্ণ ও নাসিকা ও দন্ত ও অঙ্গুলী ভেদ করিলে ৩১।০ দণ্ড হয়॥ এই সকলের পাতনেতে ৬২৷৷০ দণ্ড হয়॥ কৃতাপরাধী যে রাজা

তাকেহ যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব॥ এই শাস্তি ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণেতে যানিবা। ব্রাহ্মণের মরণান্তিক শাস্তি নাই জানিবা। সর্ব্ব পাতক যুক্ত যে ব্রাহ্মণ তাকেহ বধ করিতে পারেনাহি॥ যেই ব্যক্তিয়ে যাকে আক্রোশ করে তাকে সেই ব্যক্তিয়ে আক্রোশ করিলে অপরাধী হয় নাহি এবঞ্চ যেই ব্যক্তিয়ে যাকে মারে সেই ব্যক্তিয়ে তাকে মারিলেহ অপরাধী হয় নাহি কিন্তু এহাতে একব্যক্তি অপরাধী হয় নাহি উভয় ব্যক্তি অপরাধী হয় জানিবা ভার্য্যা ও পুত্র ও দাস শিষ্য ও কনিষ্ঠ সোদর এই সকলে অপরাধ করিলে, রজ্জ্বাদি বন্ধ করিয়া বাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঞ্চি দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়ন করিতে পারে জানিবা এহাতে রাজ দণ্ড নাই॥ কিন্তু মস্তকেতে তাড়না করিলে চৌরের প্রায রাজ দণ্ড্য হয়। মহিষাদি ও কুক্কুরাদির স্বামী সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তির উপর মহিষাদি রুষিতে যদি বারণা না করে তবে ১৫॥৵ দণ্ড দিতে হয়। দূর কর দূর কর এমত বলিতে যদি মহিষাদিকে স্বামীয়ে বারণ না করে তবে ৩১॥৹ দণ্ড দিতে হয়॥ নীচ লোকে যদি সন্ত ব্যক্তিকে বাক্‌পারুষ্যাদি দ্বারা অতি লঙ্ঘন [করে] তবে নীচ লোককে যদি সন্তলোকে প্রহারাদি করে তবে রাজ দণ্ড্য হয় নাহি॥৹ ইতি দণ্ড পারুষ্য প্রকরণং॥৹ অথ স্তেয় সংক্ষেপ ভাষা। চোরের কথা॥ চৌরের সহিৎ সর্ব্বদা সংসর্গ করে যে ও কিম্বা যাহার পাশ চোরকর্ম্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার পাশ চোরিত দ্রব্য পাওয়া যায় সোহ চোর জানিবা এতাদৃশ এতাদৃশ চিহ্ন দ্বারা চোরকে অবধারণ করিয়া রাজায়ে সপ্রমাণ দ্রব্য স্বামিকে দ্রব্য দেওয়াইয়া চোরকে যথা শাস্ত্র দণ্ড করিন॥ চোরকে নিগ্রহ করিতে রাজা পরম যত্ন করাবেন্ চোরের নিগ্রহেতে রাজার যশোবৃদ্ধি হয় অতএব পরম যত্ন করিব॥ যেই যেই ব্যক্তিকে চোর বলা জায় তাহার

কথা ॥ চোর দ্বিবিধঃ ॥ প্রকাশ চোর ও অপ্রকাশ চোর ॥ কূট তোল করে যে বণিগাদি তাকে প্রকাশ চোর জানিবা ॥ সন্ধানাদি দ্বারা চোরি করে যে তাকে অপ্রকাশ চোর জানিবা ॥ কূট তোলাতিক্ত যাবৎ সন্ধানে চোরি করিতে পারে তাবৎ সন্ধানদ্বারা চোরি করে যে তাকেহি অপ্রকাশ চোর জানিবা ॥ কপট তোল ও কপট গণন ও কপট লেখ্য এইসকল দ্বারা ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া পুত্র দারাদিকে প্রতিপোষণ করে যে তাহার কথা ॥ কপট তোলাদি দ্বারা যদি দ্রব্যের অষ্টম ভাগ হরণ করে তবে রাজাতে ২॥৹ দণ্ড দিতে হয়। এবং ক্রমে নবমাংশ হরণেতে ১০৸৶ দণ্ড ও দশমাংশ হরণেতে ৯।৵ দণ্ড ও একাদশাংশ হরণেতে ৭৸/ পণ দণ্ড ও দ্বাদশাংশেতে ৬।৹ দণ্ড ও ত্রয়োদশাংশ হরণেতে ৪॥৶ চতুর্দ্দশাংশ হরণ করে তবে ৩৵ দণ্ড হয় পঞ্চদশাংশ হরণেতে ১॥/ দণ্ড এই অনুক্রমে অধিকাংশ অপহরণেতে দণ্ডের বৃদ্ধি জানিবা তদ্ যথা সপ্তমাংশ হরণেতে ১৪/ দণ্ড ও ষষ্ঠাংশ হরণেতে ১৫॥৵ দণ্ড হয় পঞ্চমাংশ হরণেতে ১৭৶ দণ্ড হয় চতুর্থাংশ হরণেতে ১৯৸৹ † দণ্ড হয় ॥ তৃতীয়াংশ হরণেতে ২১।/ † দণ্ড হয়। দ্বিতীয়াংশ হরণেতে ২২৸৵ † দণ্ড হয় ॥ অষ্টমাদি ভাগ যে প্রকারে হয় তাহার কথা ॥ চোরিত দ্রব্যকে অষ্টভাগ করিয়া প্রতি ভাগেতে যাহা হয় তাকে অষ্টমভাগ জানিবা এই ক্রমে নবমাংশ ও দশমাংশ ও একাদশাংশ ও দ্বাদশাংশ ও ত্রয়োদশাংশ ও চতুর্দ্দশাংশ ও পঞ্চদশাংশ নির্ণয় করিবেক্ ॥ এবঞ্চ চোরিত দ্রব্যকে সপ্তভাগ করিয়া প্রতি অংশেতে যাহা হয় তাকে সপ্তমাংশ জানিবা এই অনুসারে ষষ্ঠাংশ ও পঞ্চমাংশ ও চতুর্থাংশ ও তৃতীয়াংশ ও দ্বিতীয়াংশ নির্ণয় জানিবা ইতি প্রাথমিক প্রকাশ চোর সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং * ॥

† এই সকল স্থলে হিসাবে ভুল দেখা যায়; এই ভুল গুলি ক-পুঁথিতেও ১০ম পৃষ্ঠে দৃষ্ট হইবে।

অথ কূট দ্রব্য ব্যবহারি সংক্ষেপ ভাষা॥ সুবর্ণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাতে ঔষধাদি কোন দ্রব্য লাগাইয়া সুবর্ণের সদৃশ করিয়া সুবর্ণত্বের ভ্রম জন্মাইয়া ও কুক্কুরাদির মাংসকে হরিণাদি ভক্ষ্যপশুমাংস হেন প্রকাশ করিয়া বিক্রয়াদি ব্যবহার করে যে তাহার নাসাচ্ছেদ ও দন্তশূন্য ও হস্তচ্ছেদ করিয়া ৬২॥৹ রাজা দণ্ড লৈতে হয়॥ অল্প মূল্য দ্রব্য আনীয়া যদি বহুমূল্যের দ্রব্য হেন্ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী ও বালককে বঞ্চনা করিয়া স্ত্রী ও বালকেতে বিক্রয় করে তবে মল্যানুরূপ দণ্ড দিতে হয়॥ ঔষধাদি যোগ করিয়া সুবর্ণাদিতে কৃত্রিম জন্মাইয়া যেই জনে বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিয়ে ক্রয় কর্ত্তাতে মূল্য দিয়া রাজাতে সেই মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়॥ যাকে শুদ্ধ সুবর্ণ বলি তাহার চিহ্ন॥ একরাত্রি ও একদিবা কাল ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষীণ না হয় যে সুবর্ণ তাকেহি শুদ্ধ সুবর্ণ জানিবা॥ এক রাত্রিবা ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে শত পলেতে দুই পল ক্ষীণ হয় যে রজতেতে তাকেহি শুদ্ধ রজত জানিবা। শত পল পিত্তল ও রাঙ্গ শীশাতে তাদৃশ দাহ করিলে যদি অষ্ট পল ক্ষীণ হয় তবেহি শুদ্ধ জানিবা শত পল তাম্রেতে ৫ পল শত পল লৌহেতে ১০ পল যদি ক্ষীণ হয় তবেহি শুদ্ধ জানিবা॥ * ॥ ইতি কূট দ্রব্য ব্যবহারি সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং॥ * ॥ অথাপ্রকাশ তস্কর দণ্ড সংক্ষেপ ভাষা॥ খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চোরি করে যে তাদৃশ চোরকে রাজায়ে হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ শূলেতে প্রবিষ্ট করাবেন্॥ কুলীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও মরকতাদি রত্ন [এই] সকলকে রাত্রিতে তাদৃশ প্রকারেতে যদি হরণ করে তবে সেই বধ্য হয়॥ এবঞ্চ মধ্যম পুরুষকে যদি হরণ করে তবে রাজা তাহার হস্ত ও পাদ ছেদন করিয়া সেই ব্যক্তিকে চতুষ্পথেতে স্থাপন করাবেন্॥ যদি অধম পুরুষকে হরণ করে তবে রাজাতে ৬২॥৹ দণ্ড দিতে হয়॥ ঘোটক হরণ করে

যে তাকে হস্ত ও পাদ ও কোটি ছেদ করিয়া মারিবেক্। গো ও উষ্ট্র ও গজ এই সকলকে হরণ করে যে তাহার এক চরণাদি ছেদন করাবেন॥ বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের ন্যূন ধান্য চোরি করিলে ধান্যের স্বামিকে তাদৃশ ধান্য দিয়া রাজাতে তাহার একাদশগুণ ধান্য দণ্ড দিতে হয়॥ দ্রোণ যাকে বলি তাহার কথা॥ অষ্ট মুষ্টি ধান্য একত্র করিলে যে হয় এহার নাম কুঞ্চি এতাদৃশ অষ্ট কুঞ্চিয়ে একত্র হৈয়া যে হয় তাহার নাম পুষ্কলা এতাদৃশ চাইর পুষ্কলা একত্র হৈয়া যাহা হয় তাহার নাম আঢ়ক এতাদৃশ চাইর আঢ়ক একত্র হৈলে যাহা হয় তাহার নাম দ্রোণ জানিবা॥ এতাদৃশ বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্যের অধিক চোরি করিলে মারণীয় হয় স্বর্ণ ও রজত যদি শত পলের অধিক চোরি করে তবে বধ্য হয়॥ এহার ন্যূন চোরি করিলে কর্ণচ্ছেদন যোগ্য হয়॥ শাস্ত্রীয় পল ৪ চাইর সুবর্ণ॥ লোকি পল ৮ অষ্টরত্তি ২ দুই মাসা॥ অল্প সুবর্ণ ও অল্প রজত চোরি করিলে তাড়নীয় হয়॥ কাষ্ঠনির্ম্মিত ভাণ্ড ও তৃণ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত যাবদ্বস্তু ও বংশ ও বংশোদ্ভব যাবদ্বস্তু ও অল্প ধান্য ও সূত্র ও অস্থি ও চর্ম্ম ও শাক এই সকল ও অল্প মূল্য যাবদ্বস্তু তাকে চোরি করিলে রাজাতে মূল্যের পঞ্চগুণ দণ্ড দিতে হয়॥ অঙ্গযুক্ত সকল বেদাধ্যেতৃ ব্রাহ্মণের তৃণ কাষ্ঠ ও পুষ্প ও ফল এই সকল চোরি করিলে হস্তচ্ছেদন হয়। রাজায়ে চোরকে আনাইয়া ধনিকের ধন দেওয়াইয়া পশ্চাৎ দণ্ড করিবেক্॥ যদি ব্রাহ্মণ চোর হয় তবে তাকে অবমান করিব ব্রাহ্মণের যে অবমান সেহি বধের তুল্য॥ মধ্যম ব্রাহ্মণে যদি চোরি করে তবে তাহার ললাট-দেশেতে ভগাঙ্ক করাইয়া রাজ্য হৈতে বাহির করিবেক॥ চোরিত দ্রব্য হেন্ জানিয়া যেই ব্যক্তিয়ে ক্রয় ও রক্ষণ ও গোপন করে সেই চোর সমান দণ্ড্য হয়॥ ইতি অপ্রকাশ তস্কর দণ্ড সংক্ষেপ ভাষা প্রকরণং॥ * ॥ অথ দণ্ড প্রকরণে সাহস

সংক্ষেপ ভাষা। অকস্মাৎ করে যে কর্ম্ম ও বল দ্বারা করে যে কর্ম্ম ও দর্প দ্বারা করে যে কর্ম্ম তাহার নাম সাহস সেহি প্রথম মধ্যম উত্তম ভেদে তিন প্রকার হয় ॥ লাঙ্গল ও সেতু ও পুষ্প ও মূল ও ফল এই সবের মধ্যে অল্পমূল্য যেই যেই দ্রব্য হয় তাকে যদি চোরি করে অথবা বিনাশ করে তবে রাজাতে ৬।০ দণ্ড দিতে হয় ॥ সেতু [ও] ক্ষেত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য যদি চোরি করে অথবা নাশকরে সেই [চোরে]র সমান দণ্ড দিতে হয়। সেতুপুল ইতিখ্যাতঃ ক্ষেত্রাদি ভূম্যাদি এহার চোরি ও নাশ এই দুয়ের যথাসম্ভব অনুভবানুসারে বিবেচনা করিব। এতদতিরিক্ত দ্রব্যের কথা পশু ও বস্ত্র ও অন্ন পানীয় দ্রব্য ও শিলা পট্টাদি এই সকলের মধ্যে অল্প মূল্য যেই যেই দ্রব্য তাকে নাশ ও চোরি করিলে ১২॥০ দণ্ড বহুমূল্যের যেই যেই দ্রব্য তাতে সেই দ্রব্যের মূল্য সমান ধন দণ্ড ॥ স্ত্রী ও পুরুষ ও হেম ও রত্ন ও দেববিপ্রধন ও ক্রমিকোষোদ্ভব বস্ত্র বিশেষ এই সকলেতেহ মূল্য সমান দণ্ড কিন্তু সাহস কর্ম্মকারক যদি হীন পুরুষ হয় তবে দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয় ॥ চোরের সংসর্গ নিবৃত্যর্থ হরণকর্ত্তা যে হয় তাকে তাড়না করিতে হয়॥ এতাদৃশ চোরের লক্ষণ কোন ব্যক্তিয়ে কোন দ্রব্য কোনদিগে লৈয়া যাইতে ও কিম্বা আপন গৃহস্থিত দ্রব্য ও কিম্বা কোন কার্য্যার্থ গৃহ হৈতে বাহির করে যে দ্রব্য এইসকল দ্রব্যকে অস্মাৎ আসীয়া ঝাবট মারিয়া লৈয়া যায় ও কিম্বা বল করিয়া কাড়িয়া নিয়া যায়॥ ও কিম্বা দর্প করিয়া ভয় জন্মাইয়া নিয়া যায় অথবা নষ্ট করে যেই ব্যক্তিয়ে তাকেহি সাহস চৌর জানিবা। উত্তরোত্তর ক্রমে অধিক ধন চোরিতে উত্তরোত্ত ক্রমে দণ্ডের আধিক্য জানিবা॥ তদ্ যথা—১৫॥৵ পনর কাহন দশ পণের ন্যূন ধন চোরি করিলে ৬।০ দণ্ড ১৫॥৵ চো।র করিলে ১২॥০ দণ্ড তদপেক্ষাত কিঞ্চিৎ অধিক্ ধন চোরি করিলে ১৫॥৵ দণ্ড এতদপেক্ষাত অধিক ধন চোরি করিলে সেই ধনের তুল্য ধন দণ্ড এবং

বহুমূল্য দ্রব্য হয় তবে তাহার মূল্যের সমান দণ্ড ॥ ৩.।৹ একত্রিংশৎ কাহন চাইর পণের দ্রব্য ও কিম্বা তাদৃ ধন চোরি করিলে ৩১।৹ দণ্ড কিন্তু এই সব দণ্ড ক্রিয়া ভেদে জানিবা। ক্রিয়াভেদো যথা সাহস ও বল ও দর্প এই তিনের সংসৃষ্টের প্রভেদ ও প্রত্যেকের প্রভেদ ও চোর সমুহের সাহসাদির প্রভেদ ও একের সাহসাদি প্রভেদ বুঝিয়া দণ্ড করিবেক্। ইতি সাহস প্রকরণং॥ * ॥ অন্য প্রকারীয় দণ্ড ॥ সমর্থ থাকিয়া যেই ব্যক্তিয়ে মাতা ও পিতা ও স্ত্রী ও পুত্র ঐ সকলকে ভরণ পোষণ না করে সে রাজাতে ৩৭॥৹ দণ্ড দিতে হয় ॥ শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে দুষ্ট করে তবে ১৬ সুবর্ণ দণ্ড ॥ লশুনাদি ভক্ষণ করাইয়া দুষ্ট করে তবে ১০০ শত সুবর্ণ দণ্ড। সুরাপান করিয়া দষ্ট করে তবে বধ্য হয়। এবঞ্চ শূদ্রে যদি বিষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষত্রিয়কে দুষ্ট করে তবে ৮ অষ্ট সুবর্ণ দণ্ডঃ। লশুনাদি দ্বারা দুষ্ট করে তবে ৫০ সুবর্ণ হয়। সুরা দ্বারা যদি দুষ্ট করে তবে অঙ্গচ্ছেদ রূপ দণ্ড্য হয় ॥ এবং বৈশ্যকে দুষ্ট করিলে বিষ্ঠাতে ৪ সুবর্ণ লশুনাদিতে ২৫ সুবর্ণ সুরাতে অল্পাঙ্গ চ্ছেদ রূপ দণ্ড হয় এতাদৃশ দণ্ড উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় ও উৎকৃষ্ট বৈশ্যেতে জানিবা অন্যত্র এতাদৃশ কর্ম্ম করিলে ১২॥৹ দণ্ড জানিবা ॥ স্তম্ভন ও মোহন ও বশীকরণ ও উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ ও মারণ ও উচ্চাটন কর্ম্মের উদ্‌যোগ করিলেহ ১২॥৹ দণ্ড জানিবা ॥ যজ্ঞোপবীত আদি ব্রাহ্মণের চিহ্ন যেই যেই বস্তু তাকে ধারণ করিয়া উপজীবিকা করে যে শূদ্রে সে রাজাতে ৫০৲ দণ্ড দিতে হয় ॥ যাহার ভক্ষ্য যেই দ্রব্য না হয় সেই দ্রব্য যদি তাহার পাশ বিক্রয় করে ও কিম্বা নির্ম্মিত দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গে তবে রাজাতে ৬২॥৹ দণ্ড দিতে হয়। বিষ দ্বারা ও অগ্নি দ্বারা পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে ও সেতু ভেদ করে যে স্ত্রীয়ে তাকে শিলা বান্ধিয়া জলেতে ক্ষেপনা করিব ॥ স্বামী ও গুরু ও আত্ম-পুত্র এই সকলকে বধ করে যে স্ত্রীয়ে তাহার কর্ণ নাসা ও হস্ত ও ওষ্ঠ

এই সকল ছেদ করিয়া গো দ্বারা মারিবেক্ ॥ কিন্তু শুদ্ধি চিন্তামণি কারের মতে স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারে নাহি এবঞ্চ সর্ব্বমতেতেহি গর্ব্বিনী স্ত্রীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারে নাহি জানিবা কিন্তু শিরোমুণ্ডনাদি অশেষাবমাননা করিয়া দেশের বাহিরকরিব শিষ্য গামিনী ও গুরু গামিনী ও পতিঘ্নী যেই যেই স্ত্রীলোক হয় তা-কেহ এতাদৃশ মতে বাহির করিব এবং নিন্দিত পুরুষগামিনীকেহ এতাদৃশ মতে বাহির করিব ॥ বিবাদ নির্ণয়েতে লিখিয়াছেন ধান্যাদি শস্যযুক্ত যে ভূমি ও গৃহসমূহ ও গ্রাম ও গোষ্ঠাদি ও নানাবিধ শস্যযুক্ত খলা নাম স্থান এই সকলেতে অগ্নি দিয়া দাহ করে যে ও রাজপত্নীতে অভিগম করে যে তাকে বীর্ণ্ণ পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিবেক ॥* অথ বধ প্রতিনিধি দণ্ড সংক্ষেপ ভাষা ॥ বধযোগ্যাপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ১০০ শত সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে তাকে বধ করাবেক নাহি ॥ এবং অঙ্গচ্ছেদনযোগ্যাপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ৫০ পঞ্চাশৎ সুবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে তাহার অঙ্গ ছেদ করাবেক নাহি । এই অনুসারে শাস্তি সামান্যেতে দণ্ডের অনুভব করিব শাস্তির অনুসারে দণ্ড দিতে পারিলে শাস্তি রক্ষা হয় জানিবা ।* নিরপরাধি ব্যক্তিকে যদি অপরাধি হেন বলিয়া বান্ধে ও অপরাধি ব্যক্তিকে পাইয়া যে ছাড়ে সে রাজাতে ৬২॥০ দণ্ড দিতে হয় ॥ কূট প্রমাণ ও কূট মুদ্রা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করে যে সেহ রাজাতে ৬২॥০ দণ্ড দিতে হয় কূট প্রমাণ মিথ্যা লেখ্যাদি দ্বারা যে প্রমাণ কূট মুদ্রা মিথ্যা মহর যাকে বলে তাহা নাম জানিবা ॥ অল্পাপরাধ বিষয়েতে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা ॥ পরের শরীরেতে শস্ত্র পাতন মাত্রেতে ৬২॥০ দণ্ড হয় এহাতে যদি ক্ষত হয় তবে অনুভব করিয়া ক্ষতানুসারে দণ্ড করিব ॥ এবঞ্চ ব্রাহ্মণী ভিন্না স্ত্রীর গর্ভ পাতনেতেহ ৬২॥০ দণ্ড হয় কিন্তু ক্রিয়া ভেদে এতাদৃশ দণ্ড ক্রিয়া ভেদো যথা ॥ যদি গুর্ব্বিণী স্ত্রীকে পরিশ্রম করাইয়া গর্ভপাতন

করায় তবে ১৫॥৶ দণ্ড ও যদি ঔষধাদির যোগ করাইয়া গর্ভপাতন করায় তবে ৩১।০ কাহন দণ্ড ও যদি মারণ দ্বারা গর্ভপাতন করায় তবে ৬২॥০ দণ্ড জানিবা॥ রাজায়ে যে বিষয়ের আজ্ঞা না দিয়াছেন সেই বিষয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন বলিয়া যে প্রকাশ করে ও যেই ব্যক্তিয়ে রাজাজ্ঞা খণ্ডন করে ও যেই ব্যক্তিয়ে কূট প্রস্তরাদি দ্বারা তোল করে এই সকল ব্যক্তির মারণ রূপ দণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদন রূপ দণ্ড বিষয় বুঝিয়া করিবেক্ বৃহৎ অপরাধি ব্যক্তিয়ে আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে মারণ অল্পাপরাধি ব্যক্তিয়ে আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে অঙ্গচ্ছেদন। এবঞ্চ অকৃতাজ্ঞার কৃতত্ব প্রকাশেতেহ কার্য্যভেদে মারণ কার্য্যভেদে অঙ্গচ্ছেদন জানিবা॥ এই সকল বিষয়েতে মারণ ও অঙ্গচ্ছেদন রূপ যে দণ্ড তাকে অপরাধের আধিক্য ও অল্পত্ব বুঝিয়া করিবেক। অপরাধের আধিক্য ও অল্পত্ব অনুভব করিব এবঞ্চ কূট প্রস্তরাদি দ্বারা তোল করিলেহ বহু মূল্য দ্রব্যের ন্যূনাধিক্য করণেতে ও অল্পমূল্য দ্রব্যের ন্যূনাধিক্য করণেতে অপরাধের ন্যূনাধিক্য অনুমান করিব এতাদৃশমতে বহুমূল্য দ্রব্যের অত্যন্ত হ্রাস ও অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ব্যবহার করাতে মারণ অল্প হ্রাস ও অল্প বৃদ্ধি করিয়া ব্যবহার করাতে অঙ্গচ্ছেদন॥ অল্প মূল্য দ্রব্যেতে দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধির অনুসারে দণ্ডের হ্রাস বৃদ্ধি জানিবা॥ * ॥ এক ব্যক্তিয়ে অন্য ব্যক্তিকে প্রকাশিত মতে বধ করিলে ও কুন ছল করিয়া নির্জ্জন স্থানেতে নীয়া বধ করিলে যাহা হয় তাহার কথা॥ আমী ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে বধ করিব ক্রোধত এমত বলিয়া যেই ব্যক্তিয়ে বধ করে ও কিম্বা সকল লোকের সাক্ষাৎ অকস্মাৎ অস্ত্রাদি দ্বারা বধ করে ও কিম্বা হস্তাদি দ্বারা বধ করে এতাদৃশ ব্যক্তিকে প্রকাশবধক নাম জানিবা॥ কুন ছল করিয়া নির্জ্জন স্থানেতে নিয়া বধ করে ও কিম্বা নির্জ্জন স্থানেতে পাইয়া বধ করে এতাদৃশ ব্যক্তিকে অপ্রকাশ

বধক নাম জানিবা ॥ প্রকাশবধক ব্যক্তি ও অপ্রকাশবধক ব্যক্তি- এতাদৃশ উভয় ব্যক্তিকে রাজায়ে অঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক মারিবেক্ ॥ কিন্তু এতাদৃশবধক যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে বধ করিতে পারে নাহি অতএব তাহার শিরোমুণ্ডন করাইয়া ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া গর্দ্দভেতে চড়াইয়া পুরা হৈতে বাহির করিব ॥ * ॥ ইতি প্রকাশবধকাপ্রকাশ বধক দণ্ড প্রকরণং ॥ * ॥ অথ স্ত্রী গ্রহণ সংক্ষেপ ভাষা ।।—অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রতি সন্ধান করিয়া নির্জ্জন স্থানেতে কিম্বা রাত্র্যাদি কালেতে অবস্থিত হৈয়া চিত্তাকর্ষণের উপযুক্ত কথা কহে যে ও অন্যের স্ত্রীর সহিৎ এক শয্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করে যে ও চুম্বন ও আলিঙ্গন করে যে ও অন্যের স্ত্রীতে মৈথুনের কথা কহে যে এই সব ব্যক্তিয়ে রাজাতে ১৫৷৷৵০ দণ্ড দিতে হয় ।। ব্রাহ্মণাতিরিক্ত যে তিন বর্ণ সে যদি পরদার করে তবে তাহার কর্ণ ও নাসাদি ছেদন করিয়া বাহির করাইব সমান বর্ণেতে এতাদৃশ দণ্ড। অসমান বর্ণা স্ত্রী গমনের কথা ।। ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিয়ণী ও বৈশ্যানী ও শূদ্রাণী গমন করে তবে রাজাতে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয় ।। রজক ও চর্ম্মকারাদির স্ত্রী গমন করিলে ৬২৷৷০ দণ্ড দিতে হয় ।। ধন ও ভ্রাত্রাদি ও সৌন্দর্য্য এই সকলের গর্ব্বেতে দর্প করিয়া স্বামিকে না মানীয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচার করে যেই স্ত্রীয়ে তাদৃশ স্ত্রীকে রাজায়ে লোক মধ্যেতে কুক্কু দিয়া খাবাইবেক ।। অননুরক্তা যেই স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগম করে তবে তাকে অগ্নি মধ্যে লৌহময় পাত্রেতে শআয়িয়া দাহ করাবেক্। মারণেতে নিযুক্ত যেই যেই পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কাষ্ঠ ক্ষেপনা করিবেক্ ।। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে যদি চণ্ডালাদির স্ত্রীগমন করে তবে তাহার শরীরেতে মস্তক রহিৎ পুরুষ অঙ্কিত করাইয়া দেশ হৈতে বাহির করাব। শূদ্রে যদি তাদৃশ স্ত্রী গমন করে তবে তাহার শরীরেতে মস্তক রহিত পুরুষ মাত্র অঙ্কিত করাইব কিন্তু তাকে দেশের

বাহির করিবেক নাহি জানিবা ॥ শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়াণী ও ও বৈশ্যানী গমন করে তবে বধ্য হয়। গুপ্তা গমনেতে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা ॥ শূদ্রে যদি অগুপ্তা ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যানী গমন করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করি সর্ব্বস্বাহরণ রিবেক ॥ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে যদি অগুপ্তাব্রাহ্মণী গমন করে তবে ৬২॥০ . দিতে হয়। শূদ্রা তুল্যা ব্রাহ্মণীতে যদি গমন্ করে তবে ৩১।০ দণ্ড।দ৫৬ হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে যদি অত্যন্ত নিগুন ব্রাহ্মণী গমন্ করে তবে শূদ্রের প্রায় দণ্ড জানিবা ॥ যদি গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন করে তবে ক্ষত্রিয়কে শর পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া দাহ করিব ॥ শর পত্র ভুাঙ্গর পাতা জানিবা ॥ যদি বৈশ্যে গুণবতী ব্রাহ্মণী গমন্ করে তবে তাকে লোহময় দর্ভ বেষ্টিত করিয়া দাহ করাবেক লোহময় দর্ভ লোহের কুশ প্রতিকৃতিঃ ॥ গুপ্তা ব্রাহ্মণীতে যদি বলাৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণে গম করে তবে রাজাতে ৬২॥০ দণ্ড দিতে হয় ॥ যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণীর ইচ্ছাত গমন্ করে তবে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয় ॥ যেই যেই অপরাধেতে প্রাণান্তিক দণ্ড লেখা জায় তাতেহি ব্রাহ্মণের শিরোমুণ্ডন জানিবা ব্রাহ্মণের প্রাণান্তিক দণ্ড নাই ॥ বলাৎকার করিয়া যদি স্বজাতীয়া পরস্ত্রী গমন করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাজায়ে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন করাইয়া গর্দ্দভেতে চড়াইয়া ভ্রমণ করাবেক্। যদি কুন ছল দ্বারা স্বজাতীয় পরস্ত্রী গমন্ করে তবে তাহার সর্ব্বস্বা হরণ করিয়া শরীরেতে ভগাঙ্ক করাইয়া পুরী হৈতে বাহি[র করি]বেক ॥ বল ও ছল ব্যতিরেকে দূতাদি দ্বারা সম্বাদ করিয়া সহায়যুক্তা স্বজাতী[য়া] পরস্ত্রীতে যদি গমন করে তবে রাজাতে ৬২॥০ দণ্ড দিতে হয় ॥ এতাদৃশ মতে যদি হীনবর্ণাতে গমন করে ৩১।০ দণ্ড দিতে হয় ॥ এতাদৃশ মতে যদি উৎকৃষ্ট বর্ণা স্ত্রীতে গমন্ করে তবেহ বধ্য হয় ॥ বিমাতা ও মাতৃস্বস্থ ও শ্বশ্রূ ও মতুলানী ও পিতৃব্যপত্নী ও মিত্রপত্নী ও শিষ্যপত্নী ও ভগিনী ও ভগিনীসখী ও

পুত্রবধূ ও কন্যা ও আচার্য্যস্ত্রী ও আপনার সগোত্রা স্ত্রী ও শরণাগতা স্ত্রী ও রাজপত্নী ও তাপসী স্ত্রী ও স্তনপান করায় যে স্ত্রী ও সাধ্বীস্ত্রী ও উত্তম বর্ণাস্ত্রী গমনেতে লিঙ্গ কর্ত্তন জানিবা যেই যেই বর্ণেরস্ত্রী গমনেতে পূর্ব্বে মারণাদি রূপ দণ্ড লিখিয়াছেন ও যেই যেই বর্ণের পশ্চাৎ লিখিবেন্ তদতিরিক্ত উত্তম বর্ণা স্ত্রী গমনেতে এতাদৃশ শাস্তি জানিবা ॥ মাতুল . মাতার ভগিনী শ্বশ্রূ সশুড়ী পিতৃব্যপত্নী পিতার ভ্রাতৃবধূ অন্য .. ৫৭ নাম সে বিষ্পষ্ট প্রযুক্ত জানিবা গুপ্তা যে বিমাত্রাদি এই সকল স্ত্রী তাতে গমন্ করিলে এতাদৃশ দণ্ড জানিবা ॥ ব্যভিচারিণী এই সকলকে গমন্ করিলে সেই ব্যক্তিকে ললাটেতে ভগাঙ্ক করাইয়া নির্ব্বাসন করাবেক্ ॥ সুরা পানেতে ও হিরণ্য চোরিতে কুক্কুরপদচিহ্ন করাবেক্। ব্রহ্মবধিব্যক্তিকে মস্তক রহিত পুরুষ অঙ্কিত করাবেক্ ॥ শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণী গমন করে তবে তাকে বীরণপত্র দিয়া বেড়িয়া অগ্নিতে ক্ষেপন করিবেক এবঞ্চ তাদৃশ ব্রাহ্মণীকেহ শিরোমুণ্ডন করাইয়া [দেশের বাহির করিব ।]

Printed by J. C. Ghose,
At the
Saraswaty Press,
26, Amherst Street, Calcutta.



মলাট ও চিত্রগুলি বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত।